RIC

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

সভাপতির বাণী

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) ১৯৮১ সালে জন্মলাভ করে। শিশু যেমন একটু একটু করে বেড়ে ওঠে, এ সংস্থাটিও তেমনি নানা অনুকুল -প্রতিকুল পরিবেশের মধ্য দিয়ে আটত্রিশ বছর অতিক্রম করল। দীর্ঘ এ যাত্রাপথে রিক বাংলাদেশের অনগ্রসরমান, দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক সহ জীবনমান উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি'র সফল লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়নসহ বর্তমান সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়নেও বাংলাদেশ সরকারের বিবিধ পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে রিক অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার সমান্তরালে অভূতপূর্ব কাজ করে যাচেছ।

বর্তমান বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে রিক খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু অধিকার, পানি ও পয়:নিষ্কাশন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা, ন্যায়বিচার ও সুশাসন, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সহায়তাকারী নানামুখী কর্মসূচী এবং সর্বোপরি প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান, সুস্বাস্থ্য এবং প্রবীণ অধিকার রক্ষার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম করে আসছে। উল্লেখ্য যে, এসকল কর্মসূচী এবং প্রকল্পের বেশীরভাগ সুফলভোগী হলেন দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে বসবাসরত নারী সম্প্রদায়। তাছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় তাঁদের বার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রেও রিক সংস্থা কর্তৃক পেশকৃত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা বিভিন্ন সময়ে গ্রহন করে আসছেন।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, বিভাগ, জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন নানাভাবে এ সংস্থাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। তাঁদের সকলের জন্য রইলো কৃতজ্ঞতা। রিকের মাঠ এবং শহর পর্যায়ের সকল উপকারভোগী, মাঠ পর্যায়ের সকল আঞ্চলিক এবং সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মী ও কর্মকর্তাগন এর প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সহায়তায় ও আন্তরিক সহযোগিতায় প্রকাশ হতে যাচ্ছে রিক এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন। বিগত অর্থবছরের মূল্যবান তথ্যাদি উপস্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রতিবেদন তৈরী থেকে প্রকাশণা পর্যন্ত সকল কর্মযজ্ঞে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

রিক এখন চতুর্থ দশক অতিক্রম করছে। দুর্যোগে বিপর্যস্ত এবং আর্ত মানবতার সেবার ব্রত নিয়ে যে সংস্থাটি যাত্রা শুরু করেছিল এখনও সংস্থা তার কর্মকান্ডে এই ইস্যুটিকেই সর্বাগ্রে বিবেচনা করে থাকে। মানবতা যেখানে বিপন্ন সেখানেই রিক তার সামর্থ নিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এবছর মায়ানমারের নিজস্ব বাস্তু থেকে উৎখাত হওয়া বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাশে সংস্থাটি দাড়িয়েছে একেবারে শুরু থেকেই।

মানব উন্নয়নের যাত্রা ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। শতাব্দীর উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এর সফল বাস্তবায়নের পর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নিয়েও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। টেকসই উন্নয়নের কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংস্থা তার নির্দিষ্ট গন্ডিতে কাজ করছে। আশা করি আমাদের এই প্রয়াস এসডিজি অর্জনে সামান্য হলেও অবদান রাখবে। আর এই প্রয়াসের সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমাদের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ তে এসকল প্রয়াসের কিছু সারবস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে যাঁরা জড়িত তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সূচীপত্র

- পরিচালনা পরিষদ পরিচিতি
- সংস্থার ভিশন, মিশন, মূল্যবোধ
- এক নজরে ২০১৭-২০১৮ বর্ষে সংস্থার কার্যক্রম
- আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমসমূহ
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ণ প্রকল্প সমূহ
- বিশেষ ইভেন্টসমূহ
- চলতি অর্থবছরে নতুন উদ্যোগ
- অডিট রিপোর্ট

পরিচালনা পরিষদ পরিচিতি

নির্বাহী কমিটির সদস্য বৃন্দঃ বসা বা থেকে ডান ১. জনাব সাফিয়া (সদস্য), ২. কাজী রোজানা আখতার (প্রেসিডেন্ট/সভাপতি), ৩. আবুল হাসিব খান (সদস্য সচিব/মেম্বার সেক্রেটারী এবং নির্বাহী পরিচালক), ৪. মোঃ শহীদুল হক (সদস্য)
দাড়ানো- ডান থেকে বাম ৫. সাবরিনা হক (কোষাধ্যক্ষ), ৬. এম.এ. মুবিন চৌধুরী (সদস্য) ৭. সাখাওয়াত হোসেন (ভাইস প্রেসিডেন্ট/সহ-সভাপতি)

সংস্থার ভিশন

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও সমতাভিত্তিক একটি সূখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সংস্থার মিশন

মানব সম্পদ সমাবেশীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রীক অর্থে দারিদ্র বিমোচনই রিক এর মিশন। রিক তৃণমূল পর্যায়ে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের পরিবর্তন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী।

সংস্থার মূল্যবোধসমূহ

- প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ
- দরিদ্রদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
- প্রতিশ্রুতি/ অঙ্গীকার রক্ষা করা
- দায়িত্বশীলতা
- ন্যায় পরায়নতা
- পেশাদারিত্ব দৃষ্টিভঙ্গী
- বড়দের সম্মান করা
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- সময়ানুবর্তিতা
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা
- নারী পুরুষ সমতা
- মমত্ববোধ
- সহমর্মিতা
- বিশ্বাস
- পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ
- সততা
- মানবিকতা ও মানবাধিকার এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
- অংশীদারিত্ব
- অসাম্প্রদায়িকতা
- বয়:কনিষ্ঠদের মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া

এক নজরে ২০১৭-২০১৮ বর্ষে সংস্থার কার্যক্রম

ক্লাস্টার	প্রকল্প	কর্মএলাকা	দাতা সংস্থা	প্রকল্পের আওতাভূক্ত জনগোষ্ঠী
দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি	বাগেরহাট, বরগুনা, পিরোজপুর, কক্সবাজার, ঢাকা, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, ফেনী, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নোয়াখালী, মুন্সিগঞ্জ, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, নাটোর, গোপালগঞ্জ		পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক লি:, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লি:, শাহাজালাল ইসলামি ব্যাংক লি:, বিডল্যান্ড ব্যাংক লি:, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি:	দরিদ্র, অতিদরিদ্র, নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, দূর্যোগ আক্রান্ত সদস্যগণ। সম্প্রতি প্রবীণ জনগোষ্ঠী কে প্রবীণ বান্ধব আইজিএর মাধ্যমে কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা উন্নয়ন	খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ (ইএফএস) প্রকল্প	কক্সবাজার জেলায় মহেশখালী উপজেলার বড়মহেশখালী, কুতুবজুম, হোয়ানক, কালামারছড়া, মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা ইউনিয়নে	জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহযোগিতায় এবং অষ্ট্রেলিয়ান এইড ও ইউকে এইড	দরিদ্র নারী ও তার পরিবার
	Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito	পিরোজপুর, নওগাঁ, নোয়াখালী ও কক্সবাজার জেলায় ৮টি এরিয়ায় ২৭টি শাখা	ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন	নারী প্রধান এবং ঝুঁকিপ্রবণ অতিদরিদ্র খানা
	ভিজিডি- কর্মসূচী	নওগাঁ জেলার সদর উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়নে	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি)	ভিজিডি নারী
অধিকার	সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নরসিংদী ও পিরোজপুর জেলার নির্দ্দিষ্ট ইউনিয়নে	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	প্রবীণ জনগোষ্ঠী
	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	মুন্সিগঞ্জ, পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ জেলার নির্দ্দিষ্ট ইউনিয়নে	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	প্রবীণ জনগোষ্ঠী
	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি	২৭ টি জেলা	সংস্থার নিজস্ব তহবিল	প্রবীণ জনগোষ্ঠী

ক্লাস্টার	প্রকল্প	কর্মএলাকা	দাতা সংস্থা	প্রকল্পের আওতাভূক্ত জনগোষ্ঠী
	Slum-based Citizen Action Network Project (SCAN)	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১০ টি বস্তি	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠি ও দরিদ্র বস্তিবাসী
জরুরী ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা	Shelter & Nonfood item (NFI) support for Myanmar Emergency in Bangladesh	উখিয়া,কক্সবাজার	কেয়ার বাংলাদেশ	মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীগণ
	Response to the needs of older people amongst forcibly displaced citizen of Myanmar	উখিয়া,কক্সবাজার	হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল	মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীগণ
	General Food distribution programme in Cox's Bazar, Rohinga response	উখিয়া,কক্সবাজার	সেভ দ্য চিলড্রেন	মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীগণ
	WASH support for Myanmar Refuzee Response in Bangladesh	উখিয়া,কক্সবাজার	কেয়ার বাংলাদেশ	মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীগণ
	Integrated Response to the needs of Older People amongst Forcibly displaced Myanmar National	উখিয়া,কক্সবাজার	হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল, ডিএফআইডি	মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীগণ
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে ১০টি ওয়ার্ড (১, ২, ৩, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২০)	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল।	মহিলা ও শিশুসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠী
	মা-মনিঃ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলা	সেভ দি চিলড্রেন	দরিদ্র জনগোষ্ঠী
	জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত ১০টি (১,২,৩,১২,১৩,১৪,১৫,১৮,১৯ এবং ২০) ওয়ার্ড	গ্লোবাল ফান্ড (জিএফএটিএম) / ব্র্যাক।	নির্ধারিত ওয়ার্ডের সকল নারী, পুরুষ ও শিশুসহ সকল জনগোষ্ঠী
	Enhancing Health and Nutrition Services for the Urban Poor People of Selected Municipalities of Bangladesh	সিটি করপোরেশন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা, টাঙ্গাইল পৌরসভা, নওগাঁ পৌরসভা, কালিয়াকৈর পৌরসভা, নরসিংদী পৌরসভা,	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	দরিদ্র জনগোষ্ঠী

ক্লাস্টার	প্রকল্প	কর্মএলাকা	দাতা সংস্থা	প্রকল্পের আওতাভূক্ত জনগোষ্ঠী
		তারাব পৌরসভা		
	ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (মিলিস)	গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলার ০৬ টি উপজেলা	বিশ্বব্যাংক	দরিদ্র জনগোষ্ঠী
	দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (সমৃদ্ধি)	মুন্সিগঞ্জ, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার নির্দিষ্ট ইউনিয়ন	পিকেএসএফ	দারিদ্র পরিবারসমূহ
	স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী ও পেকুয়া উপজেলা	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী	সরকারী/বেসরকারী /স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও এনজিও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী
	স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	মঠবাড়িয়া উপজেলা, পিরোজপুর	শিক্ষা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সরকারী/বেসরকারী /স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও এনজিও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী
শিক্ষা	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নির্মিত ০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ০৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	জেলার লৌহজং, শরিয়তপুর জেলার জাজিরা এবং মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী
	দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (সমৃদ্ধি)	মুন্সিগঞ্জ, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার নির্দিষ্ট ইউনিয়ন	পিকেএসএফ	দরিদ্র পরিবারসমূহ
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার প্ল্যান্ট প্রকল্প	বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা এবং বরগুণা সদর ও পাথরঘাটা	পিকেএসএফ (বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে)	এলাকার সাধারণ জনগণ

আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমসমূহ

এক নজরে ২০১৭-১৮ ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

কর্মএলাকা	:	২৬ টি জেলা:
সমিতি সংখ্যা	:	১২৩২৩ টি
সদস্য সংখ্যা	:	১৮২০৪৩ জন (নারী: পুরুষ:)
ঋণী: ১৪৫৫৬২ জন	:	(নারী: পুরুষ:)
ঋণস্থিতি	:	৫০৭৯৬৬২৯৬০
সঞ্চয় স্থিতি	:	১৫২১৪৭৩৪২৯
বকেয়া স্থিতি	:	২০৭৩৮৩৩৫২
চলতি আদায়ের হার	:	৯৮.৬৫%
ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার	:	৯৯.৪৭

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রিক ১৯৮৯ সাল থেকে দেশের জনবিচ্ছিন্ন, দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েকটি দাতা সংস্থার অনুদান থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী কালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন -এর সহায়তায় সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আরো বিস্তৃত ও বৈচিত্র্য লাভ করে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক -এর তহবিলায়নের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও টেকসই উন্নয়নের মডেলে রূপান্তরিত করেছে। বর্তমানে ১৪৭ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ১৮২০৪৩ জন (নারী - ১৫১৬৮৬ পুরুষ - ৩০৩৫৭) সদস্যকে নিয়ে কর্মসূচিটি অত্যন্ত সফলতার সাথে চলমান রয়েছে (জুন ২০১৮ অনুযায়ী)।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর কার্যক্রম পরিচালনার একাংশ

কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্রে বিগত ০৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র

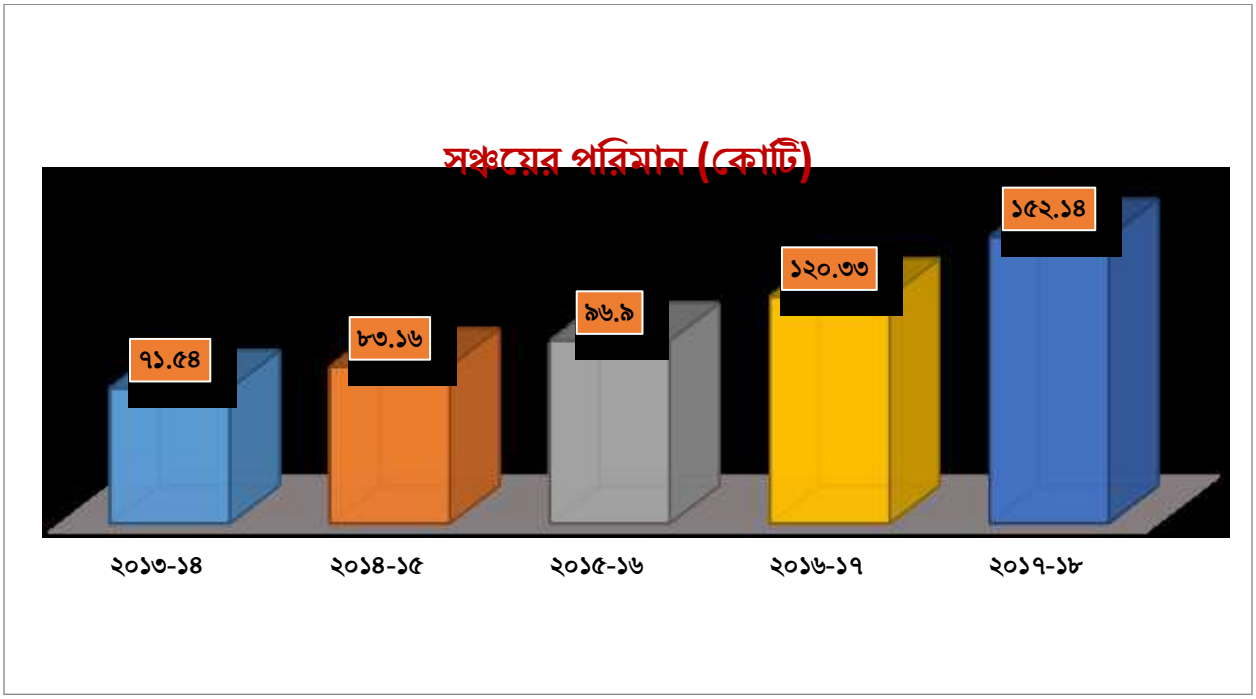

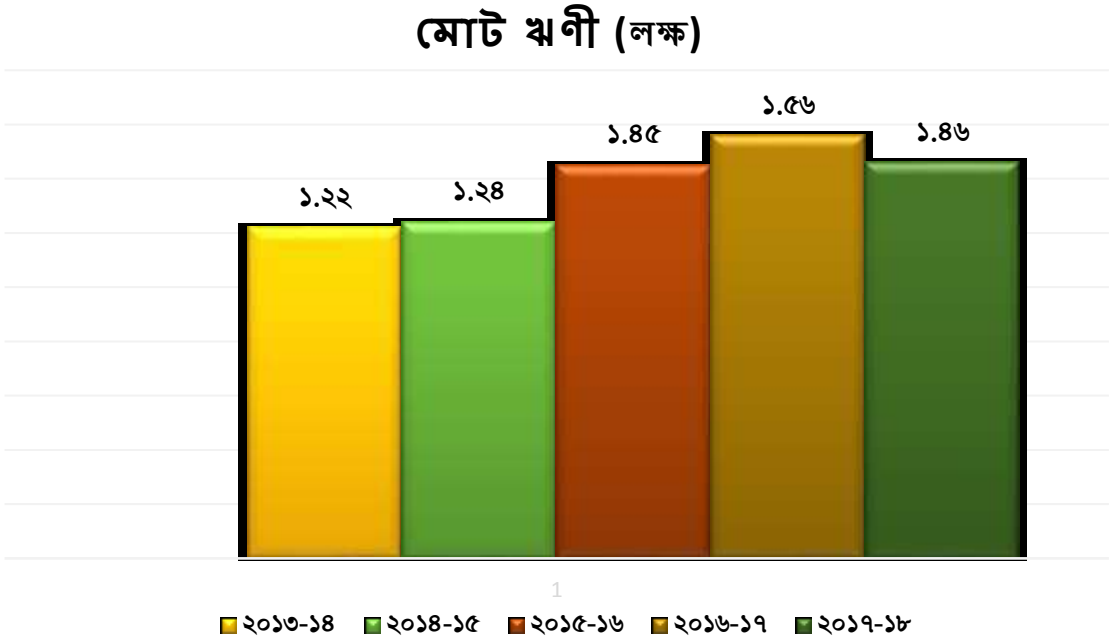

ঋণস্থিতি (কোটি)

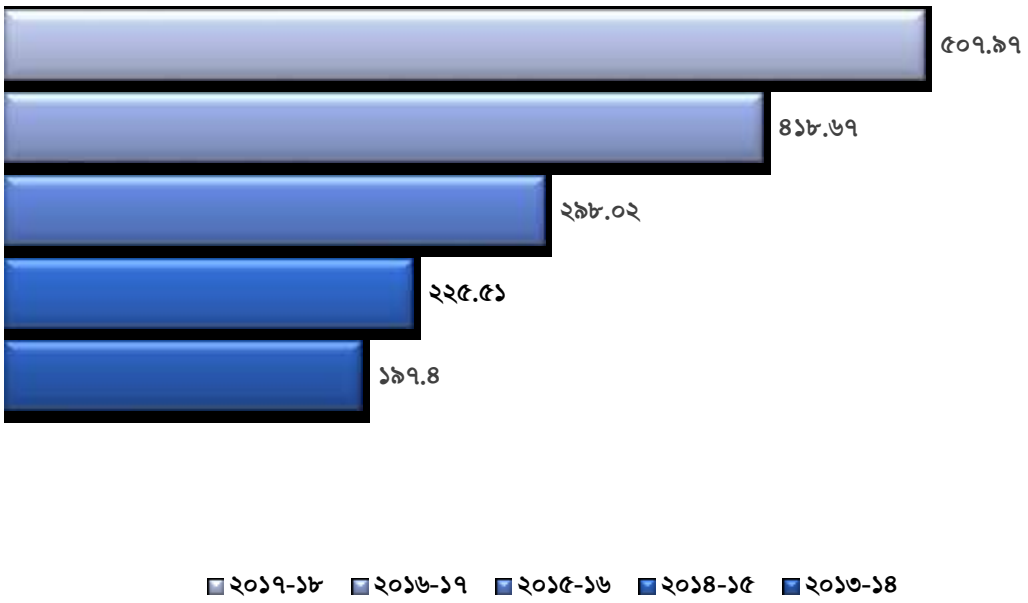

ক্ষুদ্রঋণ থেকে উদ্বৃত্ত (কোটি)

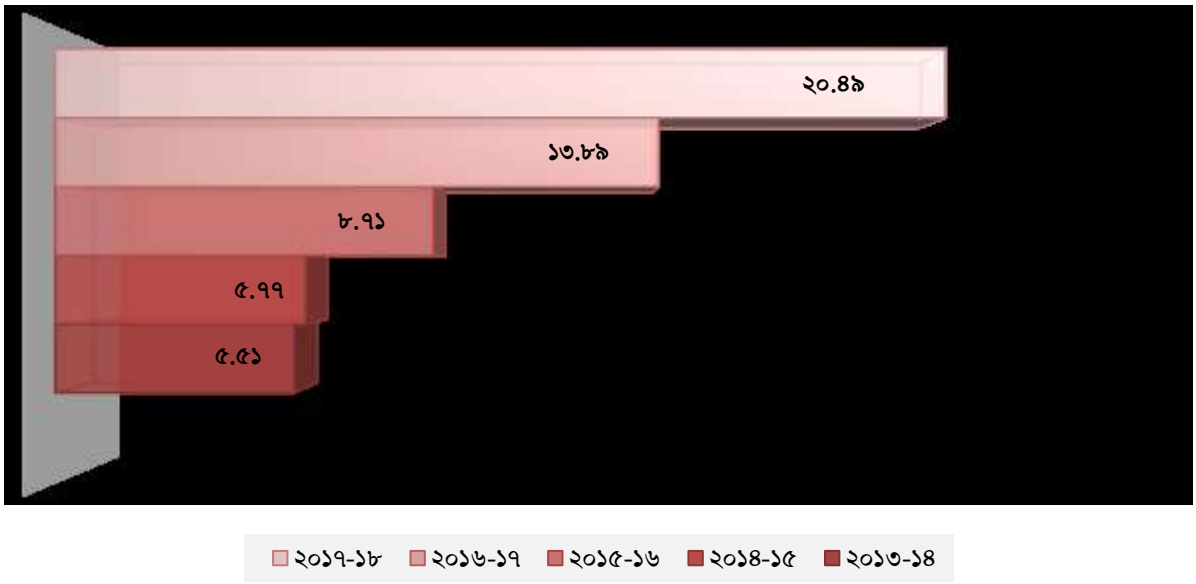

মূলধারার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমূহ

বুনিয়াদ

সংস্থার গ্রামীণ ও নগর কর্মএলাকার অতি দরিদ্রদের জন্য (হাউজহোল্ড ইনকাম এক্সপেন্ডিচার সার্ভে অনুযায়ী যারা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছেন) এই কার্যক্রমটি পরিচালিত হচেছ। শুরুতে সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে সদস্যদের স্বেচ্ছাসঞ্চয়ের আওতায় আনা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য আইজিএ পরিচালনা বাবদ প্রথম দফায় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে যা পরবর্তী দফা সমূহে চাহিদা ও আইজিএ-র ধরণ অনুযায়ী বৃদ্ধি করা হয়। ২০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সদস্যগণ ঋণ পরিশোধ করে থাকেন। পাশাপাশি সামাজিক ক্ষমতায়ণের জন্য বিভিন্নমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নের প্রাগ্রসর সদস্য হিসাবে উন্নীত করার জন্য এসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কিছু তথ্য ঃ

সদস্য : ১১৪৩৬
ঋণী : ৭২১১
ঋণস্থিতি : ৯৩৪.৬৩ (লক্ষ) টাকা
সঞ্চয়স্থিতি: ৩৩৪.৯৬ (লক্ষ) টাকা

বুনিয়াদে মিশার স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে

প্রকৃতির নৈঃস্বর্গীক রূপে আচ্ছাদিত একটি গ্রাম মুদিরছড়া। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের এই গ্রামের রাখাইন পল্লীর ৫৮ বছর বয়সী গৃহবধু মিশা। একই গ্রামের দরিদ্র মৎস্যজীবি মংস্রাউ এর সাথে বিয়ে হয়েছিল আজ থেকে ৩৬ বছর পূর্বে। তাদের দুই মেয়ে এক ছেলে, ছোট্ট একটি টংয়ের কুড়েঁ ঘরে তাদের বসবাস। পেশায় তার স্বামী ছিলো সমুদ্রে মৎস্য শিকারি দৈনিক চুক্তি ভিত্তিক একজন শ্রমিক , ছয় মাস সে কাজ পেতো আর ৬ মাস তার ঘরে বসেই কাটাতে হতো । ঘরে একজনের আয় তার উপর মৌসুমী পেশা। স্বামীর একার রোজগারে কিছুই হতনা বরঞ্চ অভাব দিন দিন বেড়েই চলছিল । সংসারে অভাব দেখে মিশা নিজে উদ্দ্যেগী হয়ে সংসারের জন্য বাড়তি আয়ের চিন্তা করে । সেই প্রায় দেখতো তাদের পাড়ার অনেক মহিলা এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা করছে , কিন্তু সামাজিক বাঁধা ও এলাকায় এনজিও সমন্ধে নেতিবাচক ধারনা থাকায় সে কোন মতেই সাহস পাচ্ছিলনা। একদিন সে তাদের পার্শ্ববর্তী ভিটার সমিতি মিটিং দেখতে গেল , মিটিং শেষে তিনি রিকের মাঠ সংগঠককে তার অবস্থার কথা জানালো, রিক এর মাঠ সংগঠক তাকে সমিতিতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে আয়মূলক কাজের জন্য ঋণ নেওয়ার নিয়ম কানুন সর্ম্পকে অবহিত করে। মানুষ চায় পরিবর্তন, চায় বেঁচে থাকার জন্য খানিকটা স্বচ্ছলতা। তেমনি একটু স্বপ্ন নিয়ে ব্যবসায়িক উন্নতির লক্ষ্যে মিশা দারিদ্র বিমোচনের অগ্রদুত রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর স্থানীয় মুদিরছড়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়। ১৯৯৮ ইং সালের ১৫ ই মার্চ প্রথম দফায় ২০০০ (দুই হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে নাপ্পি (রেনু মাছ,অনু চিংড়ি) ব্যবসায় জড়িত হয়। সু- ভাগ্যবান মিশা রিকে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে তার কর্মদিগন্ত খুলে গেল। মংস্রাউ নদী থেকে কাঁচা রেনু মাছ নিয়ে এসে নদীর তটে শুকিয়ে কাচা লবন মেখে পেশন করে নাপ্পি তৈরী করতে লাগল। সারা বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর প্রিয় সু-স্বাদু খাবার নাপ্পি প্রক্রিয়া জাত ব্যবসা আরো সম্প্রসারন করল। প্রতি বার ৩০০০/৫০০০ হাজার টাকার নাপ্পি মালামাল ক্রয় করে ৩/৪ দিনের মধ্যে প্রক্রিয়া জাত করে প্রতি কেজি ২০০ থেকে ২৫০ টাকায় বিক্রিয় করতে লাগল । এই নাপ্পি বিক্রি করে প্রতি মাসে ১৫০০০ থেকে ২০০০০ টাকা উপার্জন

করতে থাকে তারা। নাপ্পির ব্যবসায় মিশা এর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে । বর্তমানে মিশা রিক থেকে ৬ষ্ঠ দফায় ৪০০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করেছেন । এছড়া তিনি সপ্তাহে ২০০ টাকা করে রিক সমিতিতে সঞ্চয় জমা করছে এখন তার সঞ্চয় জমা হয়েছে ১৮০০০ টাকা । নিজেকে মিশা একজন সফল নারী হিসাবে দাবি করে সমাজের কাছে। মিশার স্বামী মারা যাবার পর তার ছেলে এখন তার সাথে নাপ্পির ব্যবসা পরিচালনা করে। মেয়ে দুটো বিয়ে দিয়েছেন। তাদের পরিবার এখন রিক এর কাছে কৃতজ্ঞ। সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বুনিয়াদ কম্পোনেন্ট এর আওতায় এসে একজন অসহায় নারী এখন একজন সফল ব্যবসায়ী। এখন তার ব্যবসায় ২ জন শ্রমিক সারাক্ষন কাজ করে। তিনি মনে করেন স্বামী - স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস , দুরদৃষ্টি, কঠোর পরিশ্রম ও অর্থের যথাযথ ব্যবহার যে কোন মানুষকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে।

জাগরন

কর্মএলাকার (গ্রামীন ও নগর) দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সদস্যদেকে নিয়ে এই কম্পোনেন্টটি পরিচালিত হয়। সংগঠন তৈরী ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া হয় যা সদস্যরা কিস্তিতে ২৫% (ক্রমহ্রাসমান) হারে পরিশোধ করে থাকেন। পাশাপাশি দক্ষতা ও সামাজিক ইস্যুভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নের প্রাগ্রসর সদস্য হিসাবে উন্নীত করার জন্য এসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কিছু তথ্য ঃ

সদস্য ৫৬৫৩৭ জন
ঋণী : ৪০১৪৯ জন
ঋণস্থিতি ৬৬৪৯.৫৫ (লক্ষ) টাকা
সঞ্চয়স্থিতি : ২৭৯৪.৫০ (লক্ষ) টাকা

জাগ্রত খোদেজা আক্তার সাফল্যগাঁথা

খোদেজা - জসিম দম্পতি তাদের জীবন শুরু করেছিল অস্বচ্ছল একটি সংসারে। তখন বাড়ী ভিটা বলতে শুধু মাত্র ৫.৫ শতক জায়গা, ০২ রুমের ছোট্ট সেমিপাকা টিনের ঘর । খোদেজার স্বামী বিভিন্ন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তেমন কোন উন্নতি করতে পারেন নি। কৃষক পরিবারে জন্ম নেয়া খোদেজা আক্তার ছোট বেলা থেকেই গাভীর খামার দেখে এসেছেন। কিভাবে গাভী পালন করতে হয়, তাও দেখেছেন। তাই খোদেজা আক্তার পরিবারের স্বচ্ছলতার জন্য গাভী পালনের সিদ্ধান্ত নেন। সংসারে যেখানে অভাব, সেখানে গাভী কেনার টাকা দেবে কে? সিদ্ধান্ত নেন সমিতিতে ভর্তি হবেন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনের সিদ্ধান্তে খোদেজা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন রিক নোয়াখালী সদর শাখার ধর্মপুর মহিলা সমিতিতে যোগ দেন ১২.১২.১৬ তারিখ। নিয়মিত সঞ্চয়ের পাশাপাশি ১ম পর্যায় গাভী পালন খাতে ২০,০০০/= (বিশ হাজার টাকা) ঋণ গ্রহন করে ১টি গরু কিনেন। নিয়মমাফিক ঋণ পরিশোধ করলে ২য় দফায় ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়ে ২টি গাভী কিনেন। বছর না ঘুরতেই বাছুরসহ তার গরুর সংখ্যা দাড়ায় ৫টি তে। দুধ বিক্রির টাকায় ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন। ৩য় দফায় ঋণ নেন ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) বর্তমানে তার খামারে আছে ছোট-বড় ১০টি গরু। ৫টি গাভীতে দৈনিক গড়ে ৪৫-৫০লি: দুধ হয়। দুধ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের সকল চাহিদা মিটিয়ে নিয়মিত সঞ্চয় করছেন, ডিপিএস খুলেছেন। পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটছে দুধপান করে। শাশুড়ীসহ তিন সন্তান নিয়ে খোদেজা আক্তারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৬ জন। তিন সন্তানের মধ্যে বড় মেয়ে ১০ম শ্রেনীতে এবং ২য় ছেলে ৩য় শ্রেনীতে পড়ছে। ৩য় মেয়ের বয়স ৩ (তিন) বছর।

বর্তমানে পৈত্রিক সুত্রে প্রাপ্ত বসত-বাড়ীর পাশাপাশি তাদের রয়েছে ১২ টি হাসঁ-মুরগী, ছাগল-১ টি, আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছুই ছিল না; বর্তমানে ১টি বড় পাকা ঘর, ৩টি খাট, আলানা-০২টি, শোফাসেট -০১ টি, টেবিল-০২টি , শোকেজ-২টি, ফ্রীজ ১টি। ৬০ শতাংশ আবাদী জমি বন্ধক নিয়ে আবাদ করে বছরে ২টি ফসলে ৪০-৪৫ মন ধান উৎপাদন হয় যার বাজার মূল্য ৩৫-৪০ হাজার টাকা যা সারা বছরের খাবার যোগাড় হয়। বসত ভিটায় শাক-সবজি চাষ করে ও হাসঁ-মুরগী পালন করে বছরে ২-৩ হাজার টাকা আয় হয়। গাভী পালন করে, জমি- জমার আবাদ ও অন্যান্য উপার্জন মিলে বছরে তার সর্বসাকুল্যে মোট আয় দাড়ায় প্রায় ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা আয় হচ্ছে। অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে যে জীবন তারা শুরু করেছিলের বর্তমানে চিত্র একেবারেই আলাদা। সংস্থার প্রতি এই পরিবারটি আজ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে পারলে পরিশ্রম ও স্বামী-স্ত্রীর সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুখের চাবি খুঁজে পাওয়া সম্ভব - তারা প্রমান করে দেখালেন সবাইকে।

অগ্রসর

মাঝারী ও বড় উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ পরিচালনা ও সম্প্রসারণে ঋণসহায়তা প্রদানের জন্য কম্পোনেন্টটি গ্রামীণ ও নগর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যবসা অনুযায়ী ৫১,০০০ - ১০,০০০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, কারিগরী সহায়তা ও বাজারজাতকরণ লিংকেজ করা হয়ে থাকে। সদস্যগণ সাপ্তাহিক/মাসিক (ব্যবসার ধরণ অনুযায়ী) কিস্তিতে ২৫% (ক্রমহ্রাসমান) হারে ঋণ পরিশোধ করে থাকেন।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কিছু তথ্য ঃ

সদস্য : ২০৮৭১ জন
ঋণী : ১৬৫৬২ জন
ঋণস্থিতি : ১১৯৫৫.৩৭ (লক্ষ) টাকা
সঞ্চয়স্থিতি: ৩৪৭৬.৮০ (লক্ষ) টাকা

অগ্রসর সদস্য নাহিদের সাফল্য

পটুয়াখালি জেলার রাঙ্গাবালী থানার কাউখালী গ্রাম। মো: জয়নাল হাওলাদারের ০৫ সন্তানের মধ্যে বড় মো: নাহিদ। সম্পদ বলতে সামান্য বসত ও একটুকরো আবাদী জমি। অন্যের জমিতে কৃষিকাজ করা ছিল নাহিদের বাবার পেশা। পরিবারের দারিদ্রতার জন্য ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও লেখাপড়া ছেড়ে কৃষিকাজে নামতে হয়েছে তার। এক তরুনের জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তর অন্ধকার।

এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর খোঁজে ১৭ বছর বয়সে পরিবারের অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে রঙ্গিন স্বপ্ন নিয়ে মহানগর ঢাকায় আসেন নাহিদ। প্রথমে এক আত্মীয়র মাধ্যমে ইমামগঞ্জে একটি হার্ডওয়ার এ্র দোকানে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। বেতন কম হওয়ায় তার এক বন্ধুর মাধ্যমে মিরপুর-১২, কালশী রোড এলাকায় একটি জুটের দোকানে কাজ নেন। যে জুটের দোকানে কাজ করতেন ঐ দোকানে সোয়েটার কারখানার একজন কর্মী আসতো, তার সাথে বন্ধুত্ব হয় এবং তার মাধ্যমে সোয়েটার কারখানায় কাজ নেন এবং ধীরে ধীরে দক্ষতার সাথে কাজটি আয়ত্ব করেন। মোঃ নাহিদ সব সময় নিজে কিছু একটা করবে এমন স্বপ্ন দেখতেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রতি মাসে যে পরিমান বেতন পেতেন, তা হতে বাবা মাকে টাকা পাঠানোর পর কিছু সঞ্চয় করতেন। ২০১১ সালে সঞ্চয়ের পরিমান ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হলে, সেই সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে প্রথমে একটি ছোট কারখানা ভাড়া করে, ১২টি পুরাতন মেশিন ট্রয় করেন এবং ১২জন কর্মী নিয়ে কারখানায় সোয়েটার বুনানোর কাজ শুরু করেন। রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) পল্লবী শাখার অধীনে সিটি ক্লাব মার্কেট পুরুষ সমিতি কোড নং ০৯৭ এ সদস্য হওয়ার আবেদন করেন এবং বিগত ০৪/০৬/২০১৫ ইং সালে ১ম দফায় ৪০,০০০/= টাকা ঋণ নেন এবং ঐ টাকা সহ নিজের জমানো পূঁজি দিয়ে নূর ফ্যাশন সোয়েটার নামে পল্লবী এলাকায় ব্যবসা শুরু করেন। ২য় দফায় ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋন নিয়ে আরও ০৫ টি মেশিন ট্রয় করেন ও সাফল্য পান। ৩য় দফায় ১৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঁঞ্চাশ) টাকা ঋণ নিয়ে তিনি ১৫টি মেশিন ট্রয় করেন। এভাবে চতুর্থ দফায় ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়ে নাহিদ ২৪টি মেশিন ট্রয় করেন। বর্তমানে তার কারখানায় ৫৬টি মেশিন রয়েছে ও ৭৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। কারখানার আয় হতে ব্যবসার পরিধি বাড়ছে। তার এ সাফল্য দেখে এলাকার অনেক যুবকই এখন এ ব্যবসার প্রতি উৎসাহী হচ্ছে।

কারখানা ভাড়া, বেতন ও মজুরী, কাঁচামাল ট্রয় বাবদ সকল ব্যয় শেষে বিগত বছরে তার মোট আয় দাঁড়ায় ৮০০,০০০/ (আট লক্ষ) টাকা। পরিকল্পনা মাফিক পরিশ্রম করলে যে সাফল্য আসে তার প্রমান মোঃ নাহিদ। "রিক" এর সহযোগীতা ও নিজ প্রচেষ্টায় আজ মোঃ নাহিদের জীবনে সফলতা এসেছে। পরিবারের স্বচ্ছলতার পাশাপাশি এলাকায় তার গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে উদ্যমী এই যুবকের।

সুফলন

এটি একটি কৃষিভিত্তিক মৌসুমী ঋণ কার্যক্রম। মৌসুমি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষক জনগোষ্ঠির মৌসুম ভিত্তিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য কম্পোনেন্টটি পরিচালিত হচ্ছে। সংগঠন তৈরী, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পাশাপাশি সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋন প্রদান করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সদস্যগণ কিস্তিতে ২৪% (ক্রমহ্রাসমান) হারে ঋণ পরিশোধ করে থাকেন।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কিছু তথ্য ঃ

সদস্য : ১৪৫১৮ জন
ঋণী : ১৪৩০৭ জন
ঋণস্থিতি : ৪৯৮৬.১০ (লক্ষ) টাকা
সঞ্চয়স্থিতি : ৯৬৬.৬৫ (লক্ষ) টাকা

“সুফলনে” রেজিয়ার উন্নয়ন ”

নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলার একটি ছোট্ট গ্রাম আংগরত। এই গ্রামে রেজিয়া বেগম নামের নারী পেশায় ছিলেন সাদামাটা এক গৃহিনী। স্বামী মো: হাসেন আলী, ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে তার সংসার। উপার্জন বলতে স্বামীর সামান্য আয়। ছাপড়া এবং মাটির দেয়ালে গড়া ছিল তাদের ঘর। অভাবের সংসারে কলহ বিবাদ লেগেই থাকত। এক সময় রেজিয়া সিদ্ধান্ত নিল সেও স্বামীর সাথে সংসারের হাল ধরবে। স্বামী-স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রামের উন্নয়নে এগিয়ে আসা বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর সাথে যোগ দিল রেজিয়া। কৃষক পরিবারের আত্মপ্রত্যয়ী এই নারী যোগ দিল সংস্থার আংগরগত মহিলা কৃষি সমিতিতে। নিয়মিত সঞ্চয়ের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০১৪ সালে ধান চাষ খাতে ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন রেজিয়া। স্বামীর পৈত্রিক সুত্রে পাওয়া জমিতে ধান চাষ শুরু করল তারা দুজন মিলে। সাথে ছেলেও সাহায্য করতে লাগল মা-বাবাকে। এরই মধ্যে মেয়েকে ভাল বিয়ে দিলেন।

১ম দফার টাকা পরিশোধ হলে রেজিয়া স্বামীসহ নতুন করে পরিকল্পনা করে ২য় দফায় ১৫০০০ (পনের হাজার) টাকা ঋন গ্রহন করেন। নিজস্ব পুজি ও উক্ত ঋনের টাকা দিয়ে নিজস্ব ও বর্গাসহ মোট ৫ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেন। এলাকার সবাই প্রথমে তাকে উপহাস করে বলত, নতুন আবাদআলা তো, তাই বেশী বাড়াবাড়ি , বেশী লোভ করতে গিয়ে দেখ বাঘেও খেতে পারে। কিন্তু তিনি কারো কথায় ভয় না পেয়ে ধৈর্য্যের সহিত ধান ক্ষেতে শ্রম দিতে থাকেন । এ দিকে রিক কর্মী প্রতিনিয়ত রেজিয়ার ধান ক্ষেত পরিদশর্ন করে রিকের কৃষিবিদদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং পরামর্শ প্রদানে সহায়তা করেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ৪ মাসের মধ্যে ধান বিক্রি করে প্রায় ৮৫০০০ হাজার টাকা লাভ হয়। লাভের টাকা হাতে পেয়ে নিজেকে স্বার্থক বলে মনে করেন রেজিয়া। এই লাভের টাকা ও অন্যান্য টাকা মিলে তিনি ৩টি গরু ক্রয় করে। পাশাপাশি চলতে থাকে কবুতর পালন। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি এ কথাই প্রমান করলেন রেজিয়া। রেজিয়া তার স্বামীর পরিকল্পনায় তিন গরুর লাভ তার সংসারে যে উন্নয়ন তা দেখে এলাকাবাসী হতবাক হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে চললে সংসারে যে সচ্ছলতা আসে এ কথাই প্রমান করলেন তারা। রিকের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা রেজিয়ার জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছে। রেজিয়ার এ প্রচেষ্টার কারনে পরিবার ও এলাকায় তার গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার পথ অনুসরন করে আশে পাশের সমিতির সদস্য ছাড়াও এলাকার লোকজন ধান চাষের পাশাপাশি গাভী পালন শুরু করেছে। সাধাসিধা গৃহিনী থেকে আজ রেজিয়া একজন অনুকরণীয় মানুষ হয়ে উঠেছেন। আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রম বদলে দিয়েছে তার জীবনের অবস্থা ও অবস্থান।

কেজিএফ

কুয়েত গুডউইল ফান্ডের মাধ্যমে মৌসুমি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষক জনগোষ্ঠির মৌসুম ভিত্তিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য কম্পোনেন্টটি পরিচালিত হচ্ছে। লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে খাদ্য উৎপাদন, কৃষিজ পণ্য ও উপজাত প্রক্রিয়াজাতকরন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ এই প্রকল্পের লক্ষ্য। পাশাপাশি রয়েছে সংশ্লিষ্ট সহায়ক কার্যক্রম যেমন- ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায় এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে লোন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বাড়ান, ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার প্রবণতা কমানো, খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ানা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান। সংগঠন তৈরী, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ছাড়াও সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋন প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সদস্যগণ কিস্তিতে ২৪% (ক্রমহ্রাসমান) হারে ঋণ পরিশোধ করে থাকেন। ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত কারিগরী সহায়তাসহ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

<u>২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কিছু তথ্য ঃ</u>

সদস্য : ১৯১৭ জন
ঋণী : ১৮১২ জন
ঋণস্থিতি : ৫৮২.২৮ (লক্ষ) টাকা
সঞ্চয়স্থিতি : ১৭৫.৯০ (লক্ষ) টাকা

লিফট্ ইউ পি

চর এলাকার অতি দরিদ্র সদস্যদের জন্য কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হচ্ছে। ভূমিহীন এই কৃষকদের অন্যের জমি লিজ/বন্ধক/চুক্তি/বর্গা নিয়ে উক্ত জমিতে কমপক্ষে ০১ বছর চাষাবাদ করার সুযোগ তৈরী করার জন্য তাদেরকে ঋণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তারা নিয়মিতভাবে সঞ্চয় জমা করেন। জমির ফসল কাটার পর তারা ২৪% ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ঋণের টাকা পরিশোধ করে থাকেন।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কিছু তথ্য ঃ

সদস্য : ২৬৭ জন

ঋণী : ১৯৯

ঋণস্থিতি : ৩৬.২১ (লক্ষ) টাকা

সঞ্চয়স্থিতি: ১৩.৮০ (লক্ষ) টাকা

বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী ও কৃষিঋণ নীতিমালার আওতায় কৃষিঋণ বিতরণ

এই নীতিমালার আওতায় সংস্থা কৃষিখাতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে ঋণ বিতরণ শুরু করে। এই নীতিমালার আওতায় শষ্য (crop) এবং অন্যান্য অকৃষিপন্য ও সেবা (non-crop) খাতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আওতায় সরকারী এবং বেসরকারী বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে একটা নির্দিষ্ট পরিমান ঋণ মাইক্রো ফিন্যান্স ইন্সটিটিউশন এর মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণের বাধ্য বাধকতা রয়েছে। অর্থবছরে বেসিক ব্যাংক লি:, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লি:, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি:, ব্র্যাক ব্যাংক লি:,মিডল্যান্ড ব্যাংক লি:, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করেছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য : ৮৩১২৭ জন

ঋণী : ৬৩২৮০ জন

ঋণস্থিতি : ২৪৯৬৮.৩২ (লক্ষ) টাকা

সঞ্চয়স্থিতি : ৬০০৫.১৫ (লক্ষ) টাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি কার্যক্রম এর আওতায় ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচী

আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠিকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবি এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করার জন্য এবং ১০ টাকার হিসাবগুলো সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য : ৮৯ জন

ঋণী : ৯৬ জন

ঋণস্থিতি : ৭.২৫ (লক্ষ) টাকা

সঞ্চয়স্থিতি : ২.৪০ (লক্ষ) টাকা

বাংলাদেশের গ্রামীণ স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (মিলিস)

গ্রামীণ স্যানিটেশনে কর্মসূচিগত কারিগরি সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির লক্ষিত জনগোষ্ঠী/ভোক্তা হল গ্রামীণ এলাকার সকল জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী । উন্নত স্যানিটেশন পণ্য ও সেবার জন্য বাজার উন্নয়ন এবং বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য উন্নত স্যানিটেশনের অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। উপকারভোগী সদস্যদের নিকট থেকে ঋণের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা হয় না। এছাড়া বীমা সুবিধার বিপরীতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না ।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য : ৩৮৩০ জন

ঋণী : ৩৫২১ জন

ঋণস্থিতি : ২৪০.৪৯ (লক্ষ) টাকা

কবিতার গল্প

মাত্র ১৫ বছর বয়সে কবিতা রানীর বিয়ে হয় রনজিৎ চন্দ্র দাসের সাথে। গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জের কটুর আটি গ্রামে তাদের বসতি। কবিতার স্বামী নিয়মিত কোন কাজের সাথে যুক্ত না থাকায় অত্যন্ত অভাব অনটনের সংসার ছিল তাদের। বাল্যবিবাহের কারনে সংসার কি জিনিষ সেটা বুঝতেই অনেক সময় লেগে যায় তার। প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের জন্য কোন টয়লেট ছিলনা তাদের। ঝোপঝাড়ই ছিল একমাত্র উপায়। অন্যের বাড়িতে ধনে পাতা চাষের কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে প্রথমত: বাঁশ কিনে ছালার বেড়া দিয়ে বাড়ী থেকে একটু দূরে খালের সাথে ঝুলন্ত টয়লেট তৈরি করে তারা। রাত্রি ও ঝর বৃষ্টির দিনে টয়লেট ব্যবহার করা খুবই সমস্যা হতো। এত অভাবের এর মধ্যেও তাদের ০১ ছেলে ০২ মেয়ে জন্ম নিল। ছেলে মেয়েরাও বড় হতে লাগল। ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করা তাদের জন্যও বেশ বিপদজনক হয়ে উঠল। একদিন হঠাৎ রাত ১২ টায় বড় ছেলের টয়লেট চাপ দিল। টয়লেট শেষ করে আসার পথে বাঁশে পিছলিয়ে ছেলে খালের ভিতরে পড়ে যায়। তখন স্বামীর উপর অভিমান/রাগ করে মায়ের বাড়ী চলে যায় কবিতা। ভাল টয়লেট তৈরি না করে না দিলে সংসার করবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করল সে। ০৭ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার শ্বশুর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

২০০২ সালে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আয়মূলক কাজে যুক্ত হয় কবিতা। আয়ের টাকা দিয়ে ৪ টি রিং স্লাব ক্রয় করে টয়লেট তৈরি করল। টয়লেট এর ময়লা পাইপ দিয়ে খালের সাথে সংযোগ দিয়ে বের করে দেয়া হতো। অন্য দিকে সেই খালের পানি দিয়ে গোসল ও থালা বাসন পরিষ্কার করত তারা। টয়লেট তৈরি করার পর ও প্রায়ই পরিবারে পাতলা পায়খানা লেগেই থাকত। কি কারনে রোগ বালাই লেগে থাকত তা বুঝতে পারত না। তখন সমিতির সাপ্তাহিক সভায় রিকের কর্মীকে কবিতা প্রশ্ন করে কেন এই রোগের সৃষ্টি হয় একটু আলোচনা করেন এবং তখন বুঝতে পারে টয়লেট থাকলে হবেনা উন্নত স্বাস্থ্য-সম্মত ও পরিবেশ বান্ধব টয়লেট ব্যবহার করতে হবে। কর্মী আরো বলেন যে, সম্প্রতি রিক এ "বাংলাদেশের গ্রামীণ স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (মিলিস) " প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের মডেল অনুযায়ী কম খরচে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরীর জন্য সার্ভিস চার্জ ছাড়া সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করা হচেছ।

সমিতির কর্মী প্রথমত সমিতি থেকে যাদের কাঁচা পায়খানা ও অ-স্বাস্থ্যকর পায়খানা আছে তাদের তালিকা তৈরি করে। সংস্থা থেকে বিনা লাভে ৫০ কিস্তিতে ১০০০০/- (দশ হাজার টাকা) ঋন গ্রহণ করে বিলাস বক্স টয়লেট তৈরি করে। অল্প টাকায় উন্নত স্বাস্থ্য-সম্মত ও পরিবেশ বান্ধব টয়লেট পেয়ে কবিতা এবং তার পরিবারের সকলে খুব খুশী। সু-স্বাস্থ্য-ই সকল সুখের মূল,তাই টয়লেটের কারনে আর পরিবেশ দূষন হচ্ছেনা, পরিবারে অসুখ বিসুখও কম হচ্ছে । কবিতার পরিবারকে অনুসরণ করে গ্রামের অনেকেই এখন উন্নত স্বাস্থ্য-সম্মত ও পরিবেশ বান্ধব টয়লেট তৈরির অনুপ্রেরণা পাচ্ছে।

প্রবীণদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

এটি একটি বিশেষ কার্যক্রম এবং রিক প্রবীণ অধিকার বিষয়ে বাংলাদেশে অগ্রগামী একটি প্রতিষ্ঠান । প্রবীণদের কর্মক্ষম রাখা ও তাদের নিজস্ব আয়ের পথ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রিক প্রবীণদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রঋণ কাযক্রম পরিচালনা করে দেখা গেছে যে, প্রবীণরা সফলভাবে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহার করে পারিবারিক আয় উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারেন যা দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সংস্থার 'প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি'র আওতায় সংগঠিত ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটিসমূহ ঋণ নেয়ার ব্যাপারে ঋণীদের নির্বাচন থেকে শুরু করে ফরম পূরণ, পাস বই গ্রহণ, সঞ্চয়, কিস্তি জমা ইত্যাদি বিষয়ে সরাসরি জড়িত থেকে ঋণী প্রবীণদের সহায়তা করে যাচ্ছে। প্রবীণদের অধিকাংশই তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এমন আয়মূলক কাজ যেমন পুকুরে মাছ চাষ, সবজি চাষ, চায়ের দোকান, ধানের ব্যবসা, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালনের জন্য ঋণ নিচ্ছে । এ প্রেক্ষিতে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মূলধারায় প্রবীণদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে মোট উপকারভোগীর প্রায় ২০% প্রবীণ জনগোষ্ঠী এ কার্যক্রমে আমাদের সাথে রয়েছেন।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য : ১২৫৭ জন
ঋণী : ১১২৫ জন
ঋণস্থিতি : ৩৯.২৭ (লক্ষ) টাকা
সঞ্চয়স্থিতি: ২৮২.২২ (লক্ষ) টাকা

ফলাফলঃ

- প্রবীণরা কর্মময় বার্ধক্য উপভোগ করছেন;
- প্রবীনদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান দৃঢ় হয়েছে।

" ঋন প্রাপ্ত রেনু বালা মন্ডলের জীবন বৃত্তান্ত"

রেনু বালার বিবাহ হয় ১৯৭০ সালে । বয়স ৬২ বছর। স্বামী নিরোধ বিহারী মন্ডল একজন কৃষক ছিলেন। পিরোজপুর জেলার শিকদার মল্লিক ইউনিয়নে তাদের বসবাস। তাদের ০২টিছেলে ও ০১ টি মেয়ে। সংসার জীবন মোটামুটি ভালই ছিল। স্বামী নিরোধ বিহারী মন্ডল মারা যায় প্রায় ২০ বছর আগে। এর পর সংসারের ভার পরে রেনুবালা মন্ডলের উপর। রেনু বালা মন্ডল তখন থেকে হাতের কাজ (হোগলা, বিছানা,ডোলা) বানিয়ে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। বর্তমানে রিকের প্রবীন কমিটির সদস্য হওয়ায় কমিটির মাধ্যমে মাছ চাষের জন্য ৩০,০০০/- হাজার টাকা ঋন নিয়ে পুকুরে মাছ চাষ করে আসল টাকা সংগ্রহ হয়েছে। পুরাপুরি মাছ বিক্রি করলে ৫০,০০০/- হাজার টাকা বিক্রি হবে। তাহলে তার লাভ হবে ২০,০০০/- টাকা। রেনু বালা মন্ডল আগামী বছর মাছ চাষ আরও বাড়াতে চায়। এজন্য প্রবীন কমিটির কাছে আগেই ঋনের জন্য আবেদন দিয়ে রেখেছেন। রেনুবালা এখন আত্মবিশ্বাসী একজন কর্মময় প্রবীণ নারী।

দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (সমৃদ্ধি)

দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এই প্রকল্পের লক্ষ্য। কর্মসূচীতে অংশগ্রহনকারী দ্ররিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করা এবং তারা যাতে টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র হ্রাস করে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে সেটিই আমাদের উদ্দেশ্য। অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি রয়েছে সদস্যদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য	:	৩১৮ জন
ঋণী	:	৩১৮ জন
ঋণস্থিতি	:	১৫৪.১৮(লক্ষ) টাকা
সঞ্চয়স্থিতি:		৩৪.১৭ (লক্ষ) টাকা

হারুন অর রশিদ এখন ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জা থেকে মুক্ত

মো: হারুন অর রশিদ শেখ। বয়স- ৭০ বছর, মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ি উপজেলার নুরপুর গ্রামে তার বাস। দুই ছেলের জনক হারুন অর রশিদের কমতি ছিলনা কোন কিছুর। গোয়ালে গরু, চাষের জমি এবং থাকার মত ভিটা। আজ থেকে প্রায় ২৭ বছর আগে হারচন অর রশিদ গার্ড হিসেবে চাকুরি করতেন ঢাকা ওয়ারী শিশু হাসপাতালে। বড় ভাইয়ের ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য নিজের ভিটা বাড়ী বন্ধক দিয়ে টাকা দেন কিন্তু পরবর্তিতে সেই ভাই টাকার কথা অস্বিকার করে, হারাতে হয় ভিটা বাড়ীটুকুও। হারুন অর রশিদ এক সময় স্বপ্ন দেখতেন ছেলেরা বড় হবে সুখের সংসার হবে তার। ছেলেরা বড় হয়েছে কিন্তু তার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে। বড় ছেলে বিয়ে করে গড়েছে আলাদা সংসার। ছোট ছেলেকে নিয়ে চলছিল তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম কিন্তু তা আর হয়নি। ছোট ছেলের হার্টেও একটি বাল্বব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় জীবনের সবটুকু আয় জমা করে কেনা এক খন্ড জমি ও বাড়ী বিক্রি করে ছেলের চিকিৎসা করালেও ছেলে এখনো সুস্থ হয়ে উঠেনি। নিয়মিতভাবেই সমাজের বিত্তবানদের নিকট থেকে, বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাহায্য তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদ থেকে সাহায্য তুলে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। জীবনসংগ্রামী এই মানুষটি ফিরতে চান আর দশটা মানুষের মত স্বাভাবিক জীবনে। অন্যের গলগ্রহ না হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে জীবনের বাকীটা সময় কাটাতে চান জীবনসংগ্রামী এই মানুষটি। পুঁজির অভাবে এবং মানসিক বিপর্যস্ততার কারনে তা হয়নি। ডাক্তারী মতে তার এই বিপর্যস্ততার পুনরাবৃত্তি হারুন অর রশিদ খানের জীবননাশের কারন হতে পারে।

জীবন বৃত্তান্ত বিবেচনায় এনে জীবন সংগ্রামী এই মানুষটিকে উদ্যমি সদস্য হিসেবে মনোনিত করে তাকে পূনর্বাসন করা হয়। তাকে ছোট একটি মুদি দোকান এবং দুইটি গরু ক্রয় করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সে দোকান থেকে প্রতিদিন ৩০০ শত টাকা আয় করছে এবং গরু পালন করে ভালই আছেন। তার বিশ্বাস এক বছর পর তার গরু ২টি অন্তত: ২লাখ টাকায় বিক্রি করে মাথা গোজার একটু জায়গা কিনবেন। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে তিনি এখন স্বাবলম্বী জীবন যাপন করছেন।

আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন কার্যক্রমে অর্থবছরে সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

সংস্থার চলমান কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানব সম্পদ । রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর প্রশিক্ষণ বিভাগ সংস্থার কর্মী ও কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ বিভাগ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সকল কম্পোনেন্টসহ সংস্থার প্রকল্পসমূহের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সংশিষ্ট কোর্স সমূহের ৩৪টি ব্যাচে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৮৪৬ জন কর্মী ও কর্মকর্তাগণ এবং সমৃদ্ধি প্রকল্প এর শিক্ষা কার্যক্রমের মৌলিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্সের মোট ০৬ ব্যাচে মোট ১৫০ জন শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আদান-প্রদানসহ ক্ষুদ্রঋণের সকল সেক্টরের সাথে সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে আসছে। PKSF-এর সহায়তায় সুবিধাভোগীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম আরো দক্ষতার সহিত পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজনসহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রশিক্ষণের বৈচিত্রতা এনেছে। রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর মত জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সংস্থার প্রশিক্ষণ বিভাগ যোগ্যতর হয়ে উঠার প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়নের বহুমূখী চাহিদা নিরুপন করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা এবং মূল্যায়ন করা। এই সকল দিক বিবেচনায় প্রশিক্ষণ বিভাগ মনে করছে গত বছরে সৃজনশীল প্রশিক্ষণ ইস্যু চিহ্নিত করে সফল প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পেরেছে। ২০১৭-২০১৮- অর্থবছরটি ছিল রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর প্রশিক্ষণ বিভাগের জন্য আরেকটি কর্মব্যস্ত বছর। আমাদের প্রশিক্ষণ বিভাগের বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ এবং প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে এই বার্ষিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় কর্মী/কর্মকর্তাগণ এবং সমৃদ্ধি প্রকল্প এর শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকাগণের **দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো পরিচালনা/প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ :-**

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ নং	অংশগ্রহণকারীর ধরণ	ক্যাটাগরি		মোট অংশগ্রহণকারী
				পুরুষ	মহিলা	
১.	Group Dynamic Savings & Credit Management :	৪	মাঠকর্মী	৮০	২৫	০১০৫
২.	Risk Management	৬	বিএম	১২০	০০	১২০
৩.	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	৫	কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ,এরিয়া ম্যানেজার ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার	১২০	৫	১২৫
৪.	Automated Accounts management Training	৬	অডিটর ও শাখা হিসাবরক্ষক	১৪০	১০	১৫০
৫.	Accounts Management Training	১	অডিটর ও শাখা হিসাবরক্ষক	২০	৫	২৫

৬.	Leadership training for older people	৫	older people	১০০	৫০	১৫০
৭.	ওরিয়েন্টেশন (নতুন নিয়োগকৃতদের)	৭	মাঠকর্মী, বিএম, একাউন্টেন্ট, এ,এম	১৬৫	৬	১৭১
৮.	মৌলিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ	৬	সমৃদ্ধি প্রকল্প এর শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকাগণ	১৫০	০	১৫০
সর্বমোট =		**৪০**		**৮৯৫**	**১০১**	**৯৯৬**

প্রশিক্ষণ প্রভাবঃ

প্রশিক্ষণের ফলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে :

- দক্ষতার সাথে নিজ দ্বায়িত্ব পালন সচেতন হয়েছে
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছে
- বকেয়ার পরিমান কমছে
- উপকারভোগীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে
- দলীয় গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- কার্যক্রমের ঝুঁকি চিহ্নিত করে ও তার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে
- কম্পিউটার অপারেটিং ও ট্রাবলসুটিং করার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে

- কর্ম এলাকার গণমান্য ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী হয়েছে
- কর্মএলাকার অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে
- কর্মীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন করতে সক্ষম হয়েছে
- সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে
- কাজের মান উন্নয়ন হয়েছে
- কর্মীর আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়েছে
- কর্মীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পেছে
- সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করেছে
- কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে
- কর্মীরা পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করছে

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ণ প্রকল্প সমূহ

খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা উন্নয়ণ

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান উন্নয়ন (ইএফএসএন) প্রকল্প

একটি টেকসই আয়ের মাধ্যমে অসুরক্ষিত পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চয়তা জোরদার করার লক্ষ্যে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের নারী সদস্যকে নিয়ে প্রকল্পটি কাজ করছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফপি), ইউকে এইড, অষ্ট্রেলিয়ান এইড ও ইউএস এইড এর সহযোগিতায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে (জালিয়া পালং, হলদিয়া পালং, রত্না পালং, রাজা পালং ও পালংখালী) প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টি/কম পুষ্টি পাওয়ার নেপথ্যের কারণ/ চালকসমূহকে মোকাবেলা করা;
- রোহিঙ্গা ও স্থানীয় বাংলাদেশী জনগণের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমন ও সমন্বয় করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ের মূল কার্যক্রমসমূহ

কার্যক্রমসমূহ	অর্জন
উপকারভোগী নির্বাচন	১১০০০
অবহিতকরণ কর্মশালা (কর্মী ও উপকারভোগী পর্যায়ে)	১১২০১ জন
উপকারভোগীদের সমন্বয়ে দল গঠন	৪৪০
মাসিক জীবিকা সহায়ক ভাতা	১০৯৩৫
আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ	২৫ টি
উদ্যোক্তা উন্নয়ণ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	৬০
উপকারভোগী পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ণ প্রশিক্ষণ	১৩০০
ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা	১

মাসিক সমন্বয় সভা	৫
সহযোগী সংস্থার সমন্বয় সভা	৫

ফলাফল:

- দলীয় সদস্যগণ নিজেদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও দলীয়ভাবে সেগুলো সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন;
- পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় খাবার গ্রহনের জন্য প্রতি মাসে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে উপকারভোগী পরিবার খাবারের মানের উন্নয়ন ঘটেছে। তারা বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করছেন;
- এই ভাতা পরিবারে নারীর অবস্থান উন্নয়নে সহায়ক হচেছ।
- উপকারভোগীরা আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়ায় নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগানোর মাধ্যমে উপযোগী আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করার পাশাপাশি স্থানীয় বাজার বিষয়ে ধারণা লাভ করছে।

Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito

টেকসইভাবে বাংলাদেশের নারী প্রধান এবং ঝুঁকিপ্রবণ অতিদরিদ্র খানার ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito" নামে প্রকল্পটি রিক পিরোজপুর, নওগাঁ, নোয়াখালী ও কক্সবাজার জেলায় ৮টি এরিয়ায় ২৭টি শাখায় বাস্তবায়ন করে আসছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে নভেম্বর ২০১৩ হতে এপ্রিল, ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান দুটি: 'স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ' এবং 'পিকেএসএফ'। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কাজের বিনিময় অর্থ কার্যক্রম(RERMP-2) এবং পিকেএসএফ দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ-এর বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা রির্সোস ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়ন করছে। অতিদরিদ্র নারী সদস্যরাই আমাদের মূল অংশগ্রহণকারী।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করা। এ লক্ষ্য অর্জনে এ সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ের মূল কার্যক্রমসমূহ

	কার্যক্রমের বিষয়	অর্জন
সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি বিষয়ে দলীয় আলোচনা সভায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	২৫৪০২
	নিয়মিত বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যেমে আইজিএ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান(জন)	১১৭১৬
	পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক সচেতনতামূলক দলীয় আলোচনা সভায় অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা	৩৪৭৮২
	কিশোরী ক্লাবে পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন সংখ্যা	২৭৩
	পুষ্টি ও সামাজিক সচেতনতায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন সংখ্যা	৩৩৫
	মা ও শিশুর সু-স্বাস্থ্য রক্ষায় '১০০০ দিন' কার্যক্রম	৪০৮০

	২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুর বাড়ি পরিদর্শন	২৭৭১
	অপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী, শিশু ও দুগ্ধদানকারী মা সনাক্তকরন	৪৬১
	রেফারেলকৃত রোগীর সংখ্যা	৪৭
	সদস্যদের বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাপ নিশ্চিতকরণের সংখ্যা	৬২৪
	অতিদরিদ্রদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণে কমিউনিটি ক্লিনিকের অবহিতকরণ সভা	৭
	প্রশিক্ষণ- (ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ, আধুনিক পদ্ধতিতে পান চাষ, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল, গরু মোটাতাজাকরণ, কবুতর পালন ও সেলাই প্রশিক্ষণ)	৩২৫
	স্বাস্থ্য ক্যাম্প কার্যক্রম	৬
কারিগরী সহায়তা	সবজি বীজ বিতরণ (জন)	১০,৪৫৭
	আধা-বাণিজ্যিক সবজির খামার স্থাপন	১৫০
	পুষ্টিগ্রাম গঠন ও চারা বিতরণ	২৪
	প্রাণীসম্পদে টিকাপ্রদান ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ	৫৭৪৮
	অনুদানের মাধ্যমে মডেল খামার স্থাপন(মাচা পদ্ধতিতে ছাগল ও কবুতর পালন)	৪৯
	ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে মডেল খামার সংখ্যা	২৮৯
	অতিদরিদ্র পরিবারের সঞ্চয় ও সম্পদের ক্ষয়রোধে ঝুঁকি তহবিল ভাতা প্রদান (জন)	১০৬

ফলাফল ঃ

- নারীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে জীবন যাপনের মান উন্নয়ন হয়েছে;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নারীদের মজুরীভিত্তিক ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- সদস্যরা প্রাপ্ত সবজি বীজ মাঠে রোপন করে তাদের পুষ্টি চাহিদা পুরণের পাশাপাশি বিক্রি করে বাড়তি উর্পাজন করছেন;
- প্রানীসম্পদের টিকাদানের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কিশোরী ক্লাব/স্কুল ফোরামে পুষ্টি কার্যক্রমের ফলে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য উন্নয়নের ফলে স্কুল হতে ঝরে পড়া রোধ হয়েছে;
- অনুদানের মাধ্যমে বিভিন্ন লাভজনক মডেল আইজিএ স্থাপনে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি সহ পুষ্টির সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে;
- মাটির গুনাগুন রক্ষার্থে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কেঁচো সার ব্যবহার করার ফলে পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে;
- পরিবারের ঝুঁকি তহবিল ভাতা প্রদানের ফলে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সদস্যগণ উৎসাহিত হয়েছে।

"বাক্ প্রতিবন্ধী ওসমানের সফলতা"

আজ এমন একজন মানুষের গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, যে মানুষটি ছিল একটি পরিবারের ও সমাজের বোঝা এবং অবহেলার পাত্র। মানুষটি আজ তার নিজ কর্মে আলোকিত। তিনি হচ্ছেন মোঃ ওসমান গনি। পিতৃহারা তরুনের বাড়ি কক্সবাজারের মহেশখালি উপজেলার দেবাঙ্গপাড়া নামে অখ্যাত এক গ্রামে। তার মা পাঁচ মেয়ে ও চার ছেলেকে অনেক কষ্টে বড় করেছেন। অভাবের কারনে কাউকে ঠিকমত পড়াশুনা করাতে পারেননি তিনি। ওসমানের বড় চার বোনের বিয়ের পর বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায়। বর্তমানে এক বোন, তিন ভাই ও তার মা সহ মোট পাঁচ জনের পরিবার নিয়ে তার মাতা মাহমুদা খানম কোন রকম দিনযাপন করছেন।

ওসমান একজন বাক্ প্রতিবন্ধী। ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। ওসমান মুখে বলে কাউকে বোঝাতে পারেনি তার ইচ্ছার কথা। শুধু মা-ই বুঝত তার সন্তানের ইচ্ছার কথা। তার মা মাহমুদা খানম রির্সোস ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর "উজ্জিবীত" প্রকল্পের সদস্য। নারী সদস্যেদের বেকার ছেলে-মেয়েদের জন্য তিন মাস মেয়াদী আবাসিক কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী বাছাই চলছিল তখন। সিলেকশনের এক পর্যায়ে তার মায়ের সাথে কথা বলে জানা যায় ওসমানের সেই স্বপ্নের কথা। কথা অনুযায়ী টেকনিক্যাল অফিসার ওসমানের সাথে কিছু ইশারা-ইঙ্গিতে ভাব বিনিময় করে তার মনের প্রবল আগ্রহের কথা শুনেন। কিন্তু সমস্যা হলো বাক্ প্রতিবন্ধীদের জন্য ঐ প্রশিক্ষণ উপযুক্ত হবে কিনা এবং তাকে বুঝানোর জন্য কোন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকও ছিলনা। রিক এবং পিকেএসএফ এর কর্তৃপক্ষ তাকে বিভিন্ন ভাবে ভাব বিনিময় করে শেষে বুঝতে পারে ওসমান মোবাইলে ম্যাসেজ আদান-প্রদান করতে পারে। এই প্রেক্ষিতে তাকে ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়। প্রশিক্ষণটি ছিল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় রিকের বাস্তবায়নে মুসলিম এইড, চিটাগাং এ তিন মাসের আবাসিক কারিগরি প্রশিক্ষন ।

ওসমান তিন মাস অত্যন্ত সফলতার সহিত উক্ত প্রশিক্ষণ সম্পর্ন্ন করেন এবং চুড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় "এ" গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ন হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাকে ইলেকট্রিশিয়ান কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়। অতপর তার নিজ এলাকায় এসে দোকান দিয়ে দক্ষতা ও সুনামের সহিত ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । অল্প সময়ে তার কাজের দক্ষতার জন্য সবাই তাকে ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ডাকেন। প্রথম দিকে কাজের অর্ধেক মজুরী নিয়ে কাজ করে দিলেও বর্তমানে পুরো মজুরী দিয়ে তাকে সবাই ডেকে নিচ্ছে। ইলেকট্রিশিয়ান এর কাজ করে ওসমান মাসে ৯০০০-১০০০০/ টাকা আয় করেন। ওসমান গনিকে দিয়ে যারা ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করিয়েছেন তাদের অনেকের সাথে কথা বলে জানা যায়, ওসমান গনির কাজের মান খুব ভালো। ওসমান গনির মা মোছাঃ মাহমুদা খানমের সাথে কথা বললে তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, রিক এর কারনে আজ আমার ছেলে রোজগার করতে সক্ষম হয়েছে, সে সমাজের বোঝা নয় বরং আর দশজন মানুষের মত কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। আমি সব সময় ওর জন্য চিন্তা করতাম এবং আমি না থাকলে ওর কি হবে। কিন্তু আজ সে চিন্তা আমার নেই। আল্লাহ রিক এর ভালো করবে। আমি রিকের জন্য সব সময় দোয়া করি। ওসমান এর মত দেশের সকল প্রতিবন্ধী যেন সফল হয় এ প্রত্যাশা রিক পরিবার তথা সকল মানুষের কাম্য।

ভিজিডি- কর্মসূচী

দরিদ্র নারী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি) এর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতায় রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) নওগাঁ সদর উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নে ২০১৭ সাল থেকে ২২৯৮ জন নারী সদস্যকে নিয়ে বাস্তবমূখী কার্যক্রম সফলতার সহিত বাস্তবায়ন করে আসছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো উপকারভোগীদের আত্ম- কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয়ে (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, ঋণ সহায়তা প্রদান ও খাদ্য বিতরনে অংশগ্রহন ছাড়াও অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করে ভিজিডি মহিলাদের উর্পাজনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ের মূল কার্যক্রমসমূহ

কার্যক্রমের বিবরন	অর্জন
ভিজিডি উপকারভোগীদের দলগঠন	৭৫

জীবনদক্ষতামুলক প্রশিক্ষন	২২৯৮ জন
আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষন	২২৯৮ জন
সঞ্চয় আদায়	৬৬৮৪৪০০

ফলাফল ঃ

- আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষন গ্রহন করে দু:স্থ নারীরা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ভাবে আর্থিক স্বাবলম্বী হয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করেছেন;
- প্রতিমাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরী হয়েছে;
- জীবন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফলে পরিবারের অসুখ-বিসুখ এর হার হ্রাস পেয়েছে;
- আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে নারীরা স্বাবলম্বী হওয়ায় পরিবার ও সমাজের কাছে তাদের গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিকার

সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি- OPLI

প্রবীণ কার্যক্রম নিয়ে রিকের সক্রিয় এ্যাডভোকেসী কার্যক্রমের ফলস্বরূপ পিকেএসএফ প্রবীণদের কর্মসূচিকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের নীতিমালায় প্রবীণ কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মুন্সিগঞ্জ , ঢাকা, নরসিংদী ও পিরোজপুর জেলায় রিক এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের চলমান ১১ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে **"সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন' (Improving Older People's Livelihood through Community Initiative)"** শিরোনামে কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- কমিউনিটিভিত্তিক প্রবীণ সংগঠন তৈরি করা
- প্রবীণবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা
- স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা
- আন্তঃপ্রজন্ম সংহতি সৃষ্টি করা

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় এই প্রকল্পটি মুন্সিগঞ্জ, পিরোজপুর এবং গোপালগঞ্জ জেলার ১২ টি ইউনিয়নে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- কমিউনিটিভিত্তিক প্রবীণ সংগঠন তৈরি করা
- প্রবীণবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা
- স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা
- আন্ত:প্রজন্ম সংহতি সৃষ্টি করা

‘প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি’

প্রবীণ কল্যাণে একটি সমন্বিত উদ্যোগ

বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। রিক প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত প্রবীণসহ সমাজের অন্যান্য প্রবীণদের আজীবন অর্জিত অভিজ্ঞতা দারিদ্র বিমোচন কৌশল নির্ধারণে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রবীণ কার্যক্রম চলমান রাখতে এবং পথিকৃৎ সংস্থা হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত প্রবীণসহ সমাজের অন্যান্য প্রবীণদের কল্যাণের জন্য সংস্থার কর্মীবাহিনীর মাসিক স্বেচ্ছা অনুদান, অন্যান্য অনুদান এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে অর্জিত নীট উদ্বৃত্ত (পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক অনুমোদিত) এর ৫ শতাংশ হারে অর্থ থেকে তহবিল সৃষ্টির মাধ্যমে রিক প্রবীণদের কল্যাণের জন্য সংস্থার অভ্যন্তর থেকে একটি নিজস্ব ‘প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি’ শিরোনামে একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মুল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত এবং সমাজের অন্যান্য দুঃস্থ ও দরিদ্র প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- কমিউনিটিভিত্তিক প্রবীণ সংগঠন তৈরি করা
- প্রবীণবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা
- স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা
  আন্ত:প্রজন্ম সংহতি সৃষ্টি করা

প্রবীণ সংগঠনের কার্যক্রম এবং উদ্যোগসমূহ

এ পর্যন্ত মোট ৯৩টি ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রবীণ সংগঠন গঠন করা হয়।

- প্রবীণ সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মাসিক সভার আয়োজন, উপজেলা পর্যায়ে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ, লবিং করা এবং নেট-ওর্য়াকিং গড়ে তোলা ;
- সরকারী বিধি অনুযায়ী ষাটোর্ধ প্রবীণ নারীদের বিধবা ভাতা এবং ভিজিডি কার্ড দেয়া হয় না কিন্তু প্রবীণ কমিটির নারী নেতৃবৃন্দের বিশেষ লবিং এবং যোগাযোগের ফলে বেশ কিছু ইউনিয়নে বিধবা ভাতা এবং ভিজিডি কার্ড এর তালিকায় প্রবীণ নারীদের একটি অংশ অন্তর্ভূক্ত করেছে ;
- কমিটিগুলো ঈদ, অন্যান্য উৎসব এবং শীতকালীন সময়ে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ করে অসহায় প্রবীণদের মাঝে উৎসব সহায়তা এবং নগদ অর্থ বিতরণ করে থাকে ;
- স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবীণ কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ/থানা সাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা জন্যও কাজ করে চলেছে ;
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তীর জন্য যোগ্য প্রবীণদের নির্বাচনে সহায়তা করে প্রবীণদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তিতে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;
- কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে, এই সঞ্চয় স্থানীয় প্রবীণদের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে ;
- প্রবীণদের অফিস কার্যালয়ের জন্য স্থান অনুসন্ধান করছে এবং অনেক জায়গায় ‘প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রবীণ বিষয়ক ০৩ টি প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

কার্যক্রম	অর্জন
মোট প্রবীণ	প্রায় ২ লক্ষ
প্রবীণ গ্রাম কমিটি	১৩৫০

প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটি	৮৩৭
প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি	৯৩
প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন	২১
প্রবীণদের IGA প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	৭০০
প্যারা ফিজিওথেরাপিস্ট প্রশিক্ষণ	৪
বয়স্ক ভাতা গ্রহণকারী প্রবীণের সংখ্যা	৪৫৭৫
ঋণ গ্রহণকারী প্রবীণের সংখ্যা	৩৩৫১৬
মৃতের সৎকার-এর সংখ্যা	১৯
আশ্রয় গ্রহণকারী প্রবীণ সংখ্যা	৯
ওয়াকিং স্টিক	১৮০
কম্বল	৪৫০
কমোড চেয়ার	১৮০
চাদর	৪৫০
ছাতা	১৮০
হুইল চেয়ার	১৮
স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী প্রবীণের সংখ্যা	৫২২১
ফিজিওথেরাপি গ্রহণকারী প্রবীণ সংখ্যা	২৫৬
প্রবীণ সম্মানা পুরষ্কার গ্রহণকারীর সংখ্যা	৯৯
শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা গ্রহণকারীর সংখ্যা	৪৫
সামাজিক কেন্দ্র	১৬

প্রবীণ ইস্যুতে দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে যে সকল ফলাফল প্রতিফলিত হচ্ছে

- প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কমিউনিটিতে প্রবীণরা সংগঠিত হয়েছে এবং সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বিকাশে কাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- প্রবীণরা দৃষ্টি স্বচ্ছতা পেয়েছে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রবীণদের সচেতনতা বেড়েছে স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রবীণদের সচেতনতা বেড়েছে ফলে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রবীণদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এডভোকেসীর মাধ্যমে প্রবীণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারছেন
- বয়স্ক ভাতার তালিকা তৈরী ও বিতরণে প্রবীণরা সরাসরি অংশগ্রহন করেছেন
- প্রবীণদের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ বৃদ্ধি ও কমিউনিটি থেকে সহায়তা করার উদ্যোগ তৈরী হয়েছে
- আন্তঃপ্রজন্ম সংহতি সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার প্রবীণজনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে ও তাদের পরিবারের সদস্যরা পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে
- প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্যোগে ত্রাণ সহায়তা, ধর্মীয় উৎসবে সহায়তার জন্য স্থানীয় উদ্যোগ তৈরী হয়েছে
- মূলধারার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে প্রবীণরা অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে আয়-উপার্জনে সক্ষম হচ্ছেন এবং পরিবারে অবদান রাখতে সচেষ্ট হচ্ছেন ফলে প্রবীণরা শারীরিকভাবে সক্রিয় থেকে পরিবার তথা সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারছেন।

ঘুরে দাঁড়ানো একজন শহীদ হাওলাদার এর কথা

৬৩ বছর বয়সী মোঃ সহিদ হাওলাদার। পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে তার বাস। যৌবনে জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য তিনি কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। প্রায় ২০ বছর যাবত বিভিন্ন কায়িক শ্রমে নিয়োজিত হয়ে কোন মতে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। একসময় ক্লান্ত হয়ে গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসেন। শংকরপাশা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে তিনি একটি চায়ের দোকান দেন। প্রায় ১৮ বছর যাবৎ উক্ত ব্যবসাটি করে আসছিলেন। কিন্তু ২০১৬ সালে স্ট্রোক করে শারীরিক ভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চায়ের দোকানটি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। চিকিৎসার ব্যয় বাবদ অনেক টাকা দেনা হয়ে যায়। অসহায় এই প্রবীণের জীবন খুব ভারী মনে হচ্ছিল নিজের কাছে এবং পরিবারের কাছে। ঐ সময় পিকেএসএফ ও রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) কর্তৃক পরিচালিত **প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী** নামে ২০১৭ সালে শংকরপাশা ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্পটিতে সক্ষম ও কর্মঠ

প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের কার্যক্রমটি শুরু হয়। মোঃ সহিদ হাওলাদার দক্ষিন শংকরপাশা প্রবীণ গ্রাম কমিটির সদস্যগণের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, প্রবীণদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়। এরপর তিনি উক্ত ইউনিয়নের প্রোগ্রাম অফিসারের সংগে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে তিনি তাকে শংকরপাশা প্রবীণ গ্রাম কমিটির মাসিক সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বলেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি উক্ত গ্রাম কমিটির মাসিক সভায় উপস্থিত হয়ে ঋণের বিষয়টি আলোচনা করেন। এরপর উক্ত কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে তাকে ঋণ প্রদানের বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঋণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর প্রস্তাব অনুযায়ী তার চায়ের দোকানের জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। মোঃ সহিদ হাওলাদার ঋণ পাওয়ার পরে তার ব্যবসাটি বেশ ভালো ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মাসে গড়ে প্রায় ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা আয় করে থাকেন। যার মাধ্যমে তিনি তার পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন ও মাসে ২০০০/- টাকা কিস্তি পরিশোধ করে থাকেন। এই বয়সে ঋণের টাকা পেয়ে ব্যবসার মাধ্যমে তিনি আবারো ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। যে মুহুর্তে তার নগদ টাকার প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই মুহুর্তেই অতি সহজ শর্তে ঋণের টাকা পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি। বিশেষ করে ঋণ পাওয়ার পরে ৩ মাস গ্রেজ পিরিয়ড পাওয়ায় উক্ত ঋণের টাকা তিনি তার নগদ ক্যাশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া মাসিক কিস্তি হওয়ায় মোট ১৫ মাস মেয়াদে উক্ত ঋণের টাকা পরিশোধ করার সুযোগ পাওয়ায় তার কাছে এটি খুবই সুবিধাজনক মনে হয়েছে। তিনি আগামীতে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরো সম্প্রসারিত করার জন্য ভাবছেন। তিনি মনে করেন তার মতন সক্ষম ও কর্মঠ প্রবীণগন যদি ঋণ গ্রহণ করে এই ঋণের টাকা সঠিক ভাবে ব্যবহার করে তাহলে প্রবীণ বয়সেও স্বাচ্ছন্দে, আত্মনির্ভরশীলতার এবং সম্মানের সাথে পরিবারে ও সমাজে বেঁচে থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রবীণগন পরিবার, সমাজে ও রাষ্ট্রে শুধু বোঝা নয় বরং তারা সম্পদ হিসাবে বসবাস করতে পারবেন।

Slum-based Citizen Action Network Project (SCAN)

প্রায় দুইকোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি শহর (World Population Prospects 2017, UN DESA)। ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে জনসংখ্যা দুই কোটি সত্তর লক্ষ পর্যন্ত (World Urbanization Prospects, UN DESA, 2014) বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ স্বল্প আয়ের মানুষ এই নগরীর বস্তি এলাকায় বসবাস করে (The World Bank, 2017)। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার এই বিপুল জনগোষ্ঠির জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন নগর সেবা-পরিসেবা যেমন- পানি, পয়ঃনিস্কাশন, বর্জ্য অপসারণ, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, জ্বালানী প্রভৃতি চাহিদা অনুযায়ী প্রদানের লক্ষ্যে নগর সেবাপ্রদানকারীদের প্রতিনিয়তই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

জাতীয় ভিত্তিক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা 'রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)' ও ফ্রান্স ভিত্তিক আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'সলিডারিটিস্ ইন্টারন্যাশনাল (এসআই)' ঢাকার স্বল্প আয়ের এসব দরিদ্র বস্তিবাসীদের জন্য পানি-পয়ঃনিস্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে জানুয়ারী ২০১৮ মাস থেকে 'স্লাম-বেইজড্ সিটিজেন এ্যাকশন নেটওয়ার্ক (স্ক্যান)'/Slum-based Citizen Action Network (SCAN) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের করছে। দাতা সংস্থা হিসাবে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। কর্মএলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন(ডিএনসিসি)-এর ২, ৩, ৫, ৬ ও ৭নং ওয়ার্ড এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পেরেশন (ডিএসসিসি)-এর ২২, ২৪ ও ২৫নং ওয়ার্ড এবং এই ৮টি ওয়ার্ডের আওতাভূক্ত ১০টি বস্তি ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির বসবাসের এলাকা।

প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব উদ্যোগ নেয়া হচ্ছেঃ

- বস্তি ও স্বল্প আয়ের মানুষের বসবাসের এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং ঢাকা ওয়াসার নিয়মিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বস্তি উন্নয়ন বিভাগ এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সমন্বয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক প্রচারণা।
- স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা (হাইজিন) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- সার্বিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে স্থানীয় নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নারী ও যুব সম্প্রদায়কে সামাজিক কাজে সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মকৌশলঃ

- প্রকল্পের সাথে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বস্তিভিত্তিক ১০টি নারী ও ১০টি যুব সংগঠন, ৮টি ওয়ার্ড নাগরিক সংগঠন এবং এসব সংগঠনের সমন্বয়ে ১টি কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সেবাপ্রদানকারীদের কাজের সমন্বয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে 'ওয়ার্ড সমন্বয় সভা' আয়োজন।
- সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পর্যায়ে যৌথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সেবাপ্রদানকারি ও সেবাগ্রহণকারিদের 'মুখোমুখি সভা বা গণশুনানী' আয়োজন।
- স্বল্প আয়ের নাগরিকদের জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে 'হেলপ্ ডেস্ক' পদ্ধতি চালু করা।
- ডিএনসিসি, ডিএসসিসি এবং ঢাকা ওয়াসার সেবাপ্রদানের বর্তমান নীতিমালা দরিদ্রবান্ধব করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ উত্থাপন।
- স্বল্প আয়ের নাগরিকদের প্রতি আরো সংবেদনশীল হতে সেবাপ্রদানকারিদের সাথে নিয়মিত সংলাপ ও গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি বস্তি (ওয়ার্ড নং ২২- ভাগলপুর জেলে পাড়া ও ভাগলপুর কুমারটুলি, ওয়ার্ড নং ২৪- শহীদনগর ১ থেকে ৫নং গলি, ওয়ার্ড নং ২৫- লালবাগ ঋষি পাড়া) এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৬টি বস্তি (ওয়ার্ড নং ০২- গুদারাঘাট, ওয়ার্ড নং ০৩- ১০/ডি রোড, ওয়ার্ড নং ০৫- কলাবাগান ও রবিদাস পাড়া, ওয়ার্ড নং ০৬- চলন্তিকা, ওয়ার্ড নং ০৭- হাজিপাড়া ঝিলপাড়) চুড়ান্ত করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১টি ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১টি অফিস স্থাপন করা হয়েছে
- প্রকল্পের কর্মীদের ৩দিন ব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান
- বস্তিভিত্তিক ১০টি নারী ও ১০টি যুব সংগঠন এবং ৪টি ওয়ার্ড সংগঠন গঠন সম্পন্ন হয়েছে
- সংগঠন পরিচালনার গাইড লাইন তৈরী করা হয়েছে
- ৬টি নারী সংগঠনের ৬০জন সদস্যাকে ২দিন ব্যাপি 'সংগঠন ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নারী সংগঠনের সভা

ওয়ার্ড নাগরিক সংগঠনের সভা

সংগঠন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

জরুরী ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা

Shelter & Non food item (NFI) support for Myanmar Emergency in Bangladesh

অসহায় এবং জোরপূর্বক নিজভূমি হতে বিতাড়িত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তায় প্রকল্পটি CARE Netherland (DRA) & LDS Charity Fund এর সহযোগিতায় কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় নভেম্বর ২০১৭ সাল থেকে চলমান রয়েছে। লক্ষ্যিত উপকারভোগীরা হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে দূর্গত নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ও প্রতিবন্ধি।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে মিয়ানমার হতে বিতাড়িত হয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন ঝুঁকি হতে রক্ষার্থে আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর এবং আশ্রয় কেন্দ্র স্থানান্তরের উপকরণ হিসেবে ত্রিপলি, দড়ি, বাঁশ, বাঁধার জন্য তার, বালির বস্তা, চটের বস্তা, বাঁশের বেড়া ইত্যাদি উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

উপকরণ বিতরণ ঃ CARE Netherland (DRA)

ক্রমিক	বিতরণকৃত উপকরণ	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিবারের অবস্থা			
			পুরুষ	মহিলা	কিশোর	কিশোরী
১	আশ্রয় উপকরণ: ২টি বড় ত্রিপলি, ৩০ মিটার করে ২খন্ড দড়ি, বাঁশ (মুলি ৬০ টি, বরাক বড় ৪টি)	৩২২০	৩৩৬০	৩৭০২	৩৪৬২	৩৪৮৯
২	আশ্রয় যন্ত্রপাতি (প্রতিটি ২টি করে) ঃ হাতুড়ি, করাত, দা/চাপাতি, ঝুড়ি, বেলচা, নিড়ানি, শাবল	১৪০	১৩৭	০৩		
৩	আশ্রয়স্থলের উন্নয়ন ও মেরামত বাবদ খরচ	৭৫০	৭৮৭	৯২৫	১০৭৯	১০৫৬

Distribution (LDS Charity):

	বিতরণকৃত উপকরণ		পরিবারের অবস্থা

ক্রমিক		উপকারভোগীর সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	কিশোর	কিশোরী
১	আশ্রয় উপকরণ: ২টি বড় ত্রিপলি, ৩০ মিটার করে ২খন্ড দড়ি, বাশঁ (মুলি ৬০ টি, বরাক বড় ৪টি)	১৮৮০	৩০৪৭	৩৩৯১	৩০০২	৩০৬১
২	আশ্রয় যন্ত্রপাতি (প্রতিটি ২টি করে) ঃ হাতুড়ি, করাত, দা/চাপাতি, ঝুড়ি, বেলচা, নিড়ানি, শাবল	৮০	৭৯	১		
৩	আশ্রয়স্থলের উন্নয়ন ও মেরামত বাবদ খরচ	৭৫০	৭৮৭	৯২৫	১০৭৯	১০৫৬
	কাযক্রম		একক	লক্ষ্য		
১	কাজের বিনিময়ে নগদ টাকা প্রদান (স্থানীয় জনগন দ্বারা করা)		শ্রম দিবস	২০০০		
২	নিষ্কাশন পদ্ধতির চালু করার সরঞ্জামসমুহ (কোদাল/সাবল)		একক	১		
৩	শিক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ক তথ্য উপকরণ (IEC Materials) রোহিংগা ভাষায়।		একক	১		

Response to the needs of older people amongst forcibly displaced citizen of Myanmar

একটি প্রবীণ সহায়ক প্রকল্প

২৫ আগস্ট ২০১৭ সালে মায়ানমার এর রাখাইন রাজ্য হতে বিতাড়িত ও প্রানভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষের মধ্যে প্রবীণ নারী পুরুষ ও শিশু অন্যতম। বয়সের ভারে জর্জরিত হয়ে যাওয়া প্রবীনরা বিতাড়িত হয়ে পৈত্রিক ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। অসুস্থ হযে যাওয়া, খাবারের অভাব, নানা রকম ট্রমার মধ্য দিয়ে মানসিক সমস্যা সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা, অসহায় প্রবীনদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল এর আর্থিক সহায়তায় উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী ২ ময়নার গোনা এলাকায় বসবাসরত প্রবীণদের সেবায় প্রবীণ সহায়ক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু করে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

মায়ানমার থেকে আগত নির্যাতিত বাস্তহারা প্রবীণ রোহিংগাদের স্বাস্থ্য সেবা, পানি ও পয়নিস্কাশন এবং সুরক্ষার কাজ করা। প্রবীণদের সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরে তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

কাজের বিবরণ	অর্জন
প্রবীণদের তালিকা তৈরীর জন্য সার্ভে	৩৬০৮ জন ; নারী- পুরুষ-
প্রবীণ রোগীদের মাঝে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান (বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ, রোগি পরিবহন এর জন্য স্ট্রেচার, নেবুলাইজার, অধিক প্রবীণ ও হাটাচলায় অক্ষম রোগিদের ঘরে ঘরে গিয়ে নেবুলাইজ করা, গুরুতর রোগির জন্য কেন্দ্রে অক্সিজেন এর ব্যবস্থা, জরুরী ক্ষেত্রে অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়)	৭৮০০ জন নারী: পুরুষ:

সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রবীণদের জন্য চক্ষু শিবির আয়োজন	১৪০৫ জন (উল্লেখ্য যে ১৪৬ জন প্রবীণ চক্ষু অপারেশনের মাধ্যমে আবারও দেখতে পাচ্ছেন, ৪৬১ জন প্রবীণ বিনামূল্যে তাদের চোখের পাওয়ার অনুযায়ী চশমা গ্রহন করেছেন এবং আরো ১১৫ জন অপেক্ষমান তালিকায় আছেন। নারী: পুরুষ:
কাউন্সিলিং সেবা কার্যক্রম (মানসিক সমস্যা সমাধানে প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্র হতে প্রতিদিন ২জন কাউন্সিলর ১জন মাঠ পর্যায়ে এবং ১জন প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্র হতে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করেন)	৬০৫ জন নারী: পুরুষ:
প্রবীণ শরণার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ	অসহায় প্রবীণ নারী পুরুষদের শীত কালীন সমস্যার কথা বিবেচনা করে মোট ২৭০০ প্রবীণকে প্রকল্প বাজেট হতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ৯০০ জন(৫০০ পুরুষ, ৪০০নারী) এবং লিংকেজের (?) মাধ্যমে ১০০০ জন (৫০০ পুরুষ, ৫০০নারী) কে মোট ১৮০০ জনকে শাল ও হুডি প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তিতে হেল্প এইজ এর লিংকেজের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় আরও ১৩০০ প্রবীণকে কম্বল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
লুঙ্গি থামি বিতরন	১৫০০ জন পুরুষকে লুঙ্গি ও ১০০০ জন নারীকে থামি প্রদান করা হয়
প্রবীণদের প্রার্থনার জন্য জায়নামাজ বিতরন	১০০ জন
পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় প্রবীণদের পক্ষ থেকে গড়ে ওঠা স্কুলের শিশুদের মাঝে টি শার্ট বিতরণ	১৫০০ টি
ওয়াশ সেবা (আশ্রয় শিবিরে অবস্থান রত প্রবীনরা তাদের প্রবীণবান্ধব কেন্দ্রে এসে যাতে স্বাচ্ছ্যন্দে ওয়াস সেবা গ্রহন করতে পারে সে জন্য ৪টি স্বাস্থ্য সম্মত ও উপযোগী লেট্রিন (২টি কমন ও ২ টি কমোড সিস্টেম) এবং ৪টি নারী পুরুষ আলাদা হ্যান্ড ওয়াশ পয়েন্ট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে)	গড়ে প্রতিদিন ৫০-৬০ জন ওয়াশ সেবা নিয়ে থাকেন।
প্রবীণদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র (প্রবীণরা এসে ক্যারাম ,তাশ. লুডু খেলে সময় কাটান, প্রতিদিন সকাল ৯টায় এ এফ এস সেন্টারে ১০০-১২০ জন প্রবীণ একত্রিত হয় রেডিওতে তাদের দেশের খবর শোনার জন্য আসেন। গান শোনা, গল্প-গুজব ও পান খাওয়ার মাধ্যমে প্রবীণরা সময় কাটান তাদের প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্রে এসে। প্রবীণদের বিনোদনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুথি পাঠের আসর করা হয়)।	
দুর্যোগ কালীন ও পরবর্তি করনীয় বিষয় সেশন	১৮০ জন
এইজ ফ্রেন্ডলি কিটস বিতরন (প্রবীণদের নিড এসেসমেন্ট করার পর চাহিদা অনুযায়ী তাদের মাঝে এইজ ফ্রেন্ডলি কিটস বিতরন করা হয়। চাহিদা উপর বিবেচনা করে তাদের মাঝে ছাতা , টর্চ লাইট, ইউরিন পট, লাঠি, স্যান্ডেল, হাতপাখা, চেয়ার, কমোড চেয়ার বিতরন করা হয়)।	তালিকাভুক্ত ২৬০০ প্রবীণ
দুর্যোগ কালীন সময়ে রিকের কার্যক্রম (ক্যাম্পে চলতি বর্ষায় পাহাড়ধ্বস, জলাবদ্ধতা সহ বিভিন্ন উদ্ধার কাজে প্রবীণবান্ধব কেন্দ্রের সকল স্টাফ,ভলান্টিয়ার,প্রবীণ প্রতিনিধি সমন্বয়ে উদ্ধার তৎপরতায় সহায়তা করা হয়।	পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্ত ১৬ টি পরিবারের ৭৬ জন নারী,পুরুষ ও প্রবীনদের প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্রে আশ্রয় দেয়া হয়। আশ্রয়কালীন সময়ে সকলকে অন্য স্থানে না নেয়া পর্যন্ত খাবার সহ সকল সুবিধা প্রদান করা হয়।

জরুরী খাদ্য সহায়তা প্রকল্প

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহঙ্গা শরণার্থীদের জন্য জরুরী খাদ্য সহায়তা প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে কক্সবাজার জেলায় উখিয়া উপজেলার অন্তর্গত পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী- (বালুখালী-১,২,৩),বার্মাপাড়া,হাকিমপাড়া,জামতলী সহ সর্বমোট ৬ টি বিতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

মায়ানমার থেকে আগত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মানবিক সহায়তা স্বরুপ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

প্রকল্পের কার্যক্রমসুমহ	অর্জন
খাদ্য সামগ্রী বিতরনে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী	৮৫৩২৬০ পরিবার
চাল বিতরণের পরিমান	২৬০৯২.৪২৫ মে.টন
ডাল বিতরণের পরিমান	৫৬৫৪.৭৫৫ মে.টন
তেল বিতরণের পরিমান	১৯১২.২৪৯ মে.টন

WASH support for Myanmar Refuzee Response in Bangladesh

মিয়ানমার থেকে আগত শরণার্থীদের পানি, পয়:নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহায়তার জন্য প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলায় উখিয়া উপজেলার পালং ইউনিয়নের ক্যাম্প নং ১৬, পটিবুনিয়া (শফিউল্লাহকাটা), ক্যাম্প নং ১২ এর গুনারপাড়ায় জানুয়ারী ২০১৮ থেকে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির দাতা সংস্থা ড্যানিশ ইমারজেন্সি রিলিফ ফান্ড (ডিইআরএফ), সহযোগিতায় কেয়ার বাংলাদেশ। লক্ষ্য জনগোষ্টি হিসাবে রয়েছে মায়ানমার থেকে আগত ৫১০০ পরিবার।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

বিরতিহীনভাবে মায়ানমার থেকে শরণার্থীদের অনুপ্রবেশের কারণে পূর্বে স্থাপিত ওয়াশ সুবিধাসমূহ জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল হয়ে পড়ে। দিন দিন শরণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্রুত বন্দোবস্ত দেওয়ার কারণে এখনও ওয়াশ সুবিধাসহ জায়গা এবং নিরাপদ আবাসনে প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। ওয়াশ সুবিধাসমূহের অপ্রতুলতার কারণে নানাবিধ রোগের ঝুঁকি থাকে। এজন্য রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) নিরাপদ পানি সরববাহের জন্য গভীর নলকূপ, উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, সঠিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অবগত, উন্নত ফুটপাত, সোলার লাইটের মাধ্যমে রাতের অন্ধকার দূরীকরণ, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ হাতে নেয়।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

কাজের বিবরণ	অর্জন
পয়ঃ নিষ্কাশণ	৬০৫
গভীর নলকূপ স্থাপন	২৫
নলকূপ, গোসলখানা, পায়খানা মেরামত	৬১০
সোলার প্যানেল স্থাপন	৩৯
ইটের ফুটপাত	১০০০০ স্কয়ার ফিট
পানি নিস্কাশণের জন্য ক্ষণস্থায়ী ড্রেন	মূল ড্রেন পাকা ১৮০০ ফিট শাখা ড্রেন কাচা ৮০০০ ফিট
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	চলমান
জেন্ডার সেনসিটিভিটি অ্যাসেসমেন্ট	১৫০০ বার

Integrated Response to the needs of Older People amongst Forsibly displaced Myanmar National

রিক ২০১৮ সাল থেকে হেলপ এইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ও ডিএফআইডি এর অর্থায়নে ক্যাম্প-৮ই (বালুখালী), ক্যাম্প-১৫ (জামতলী) এবং পালংখালী ইউপি, উখিয়া, কক্সবাজার এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের অসুস্থতা ও মৃত্যুহার হ্রাস করণ

- প্রবীন বান্ধব কেন্দ্রের মাধ্যমে নিরাপদ, সঠিক ও মর্যাদাপুর্ন ওয়াশ সার্ভিস সমূহ প্রদানে প্রবীনদেরকে সংক্রামক ব্যাধি হ্রাসকরন
- প্রবীনদের মাঝে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে সহজবোধ্য তথ্য, রেফারেল প্রক্রিয়া এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম নিশ্চিতকরন
- মানবিক সেবাগুলোতে প্রবীনদের অর্ন্তভুক্তকরন এবং প্রকল্প অনুমোদন, বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষনে প্রবীনদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

কার্যক্রম	অর্জন
জনবল নিয়োগ	৪১
প্রবীন বান্ধব কেন্দ্র নির্মান	২
স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও ওয়াশ ফ্যাসিলিটিস নির্মান	৮
প্রবীনদের রোগ যাচাই, ফলোআপ এবং রেফার (ডাক্তার কর্তৃক)	২৮৪
প্রবীনদের রোগ যাচাই এবং ফলোআপ (প্যারামেডিক কর্তৃক)	১৪১৮
প্রবীনদের আউট রিচ স্বাস্থ্য সুবিধা (প্যারমেডিক কর্তৃক)	১৬৮৪
প্রবীনদের হোমবেজইড স্বাস্থ্য সুবিধা (প্যারমেডিক কর্তৃক)	৬৭৯
কাউন্সিলিং সুবিধা (কাউন্সিলর কর্তৃক)	১৫৭৮
হাইজিন প্রোমোশন মেসেজ	২৮৮৫
হাইজিন আইটেম বিতরণ	১৫১

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) ৫ই জুন ২০১৪ ইং তারিখ হতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, পিএ-১, আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট এ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে আসছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে ১০টি ওয়ার্ড (১, ২, ৩, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২০) এ রংধনু চিহ্নিত ১টি নগর মাতৃসদন কেন্দ্র, ৫টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে শহরবাসী বিশেষ করে মহিলা ও শিশুসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকায় প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসের মান উন্নত করা;
- পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য আচরণ এবং স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্থায়িত্বশীলতা, ব্যয় সাশ্রয়ী দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার উন্নত করা এবং
- সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন শক্তিশালী করা ।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

প্রকল্পের কার্যক্রম সুমহ	অর্জন
প্রসবপূর্ব মাতৃসেবা	১৫৫৫৬
নিরাপদ প্রসব (নরমাল ডেলিভারী)	৫২১
নিরাপদ প্রসব (সিজারিয়ান ডেলিভারী)	২৮৬
প্রসবোত্তর মাতৃসেবা	৩৩৯৬
নবজাতকের সেবা	২৫৭৬
মাসিক নিয়মিত করন (এম আর)	১৮১
জন্ম নিয়ন্ত্রন	৩৪০২৫
মাতৃত্বকালীন পুষ্টি সেবা	৩১২
নির্যাতিতা নারীদের সহায়তা ও চিকিৎসা সেবা	৭৬
বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবা	৬৯২০
প্রজননতন্ত্রের সংক্রমন	২২৬৪
গর্ভজাতজনিত সেবা ও ঝুঁকিপূর্ন গর্ভপাত প্রতিরোধ করা	৩৯৬৪
ই পি আই (টিকা)	১২১২৪
ডায়রিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন	১৪৬৮
শ্বাসকষ্টজনিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন	১৯৯৮
শিশু পুষ্টি সেবা	১৪৮৮
দ্রুত স্বাস্থ্য সহায়তা	৫০৪
জরুরি স্বাস্থ্য সেবা	১৪৮
সাধারন রোগ সমূহের চিকিৎসা	৫৭৭৪৮
প্যাথলজি পরীক্ষা	১৭২৪২
অ্যাম্বুলেন্স সেবা	১৭৭
স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা	১৪৯৭২
স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ	৪৪৬৫০

ফলাফল:

- মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে;

- গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহনের হার বেড়েছে;
- প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ফ্যামিলি প্লানিং কার্যক্রমের ফলে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারনের সংখ্যা কমে এসেছে;
- নারীদের মাঝে টিটি টিকা গ্রহনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- ইপিআই টিকা গ্রহনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে সাধারন রোগের প্রাদুর্ভাব কমে এসেছে ।

সবল দিক:

- Internal & External monitoring ব্যবস্থা;
- দক্ষ জনবল এবং গুনগত সেবা প্রদান;
- স্থানীয় সুশিল সমাজের নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধির সক্রিয় অংশগ্রহন;
- স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিজস্ব ভবন;
- ২৪ ঘন্টা গর্ভবতী মায়েদের সেবা প্রদানের জন্য নিজস্ব এ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা ।

মা-মনি: স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা হাতিয়া নোয়াখালী জেলার একটি ঘনবসতি পূর্ন এবং উপকূলীয় দ্বীপ উপজেলা। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবের কারনে হাতিয়া উপজেলা সমস্ত সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে বাংলাদেশের হার্ড টু রীচ এলাকার অংশ এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও দূর্যোগপূর্ণ এলাকা। দুর্যোগ, দারিদ্র, শিক্ষার অভাব, সচেতনতা এবং সীমিত স্বাস্থ্যসেবার অভাবের ফলে এলাকার জনগন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অদক্ষতা, সরবরাহের অভাব, দুর্বল অবকাঠামো অনেক ইউনিয়নে জন্মকালীন সেবা বা রেফারেল সিস্টেম না থাকার কারনে এবং স্বাস্থ্যকর্মী এখানে না থাকার কারনে নিয়মিত মাতৃ, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুও মত ঘটনা ঘটছে। এই প্রেক্ষিতে বিশেষত: মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ২০১৩ সাল থেকে প্রকল্পটি বিভিন্নমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদার করা এবং সমণ্বিত মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টির জন্য সহায়তামূলক কৌশল অবলম্বন করে সেবা নিশ্চিত করা;
- ইউএইচসি এবং এফডাব্লিউসি সমূহের মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগ উভয় বিভাগে ইএমআইএস এবং ই এলএমআইএস বাস্তবায়নে ব্যাপক সহযোগিতা করা।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

কার্যক্রমসমূহ	অর্জন
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ ৭ টি ২৪/৭ ডেলিভারী সেন্টারে গত ১ বছরে ডেলিভারীর সংখ্যা	২৬৭৫ টি
গত ১ বছরে স্থানীয় সরকারের স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ও ব্যয়	৭৮৮,২৮০ টাকা
গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন চেকআপ	১৩৫৪০ জন

কমিউনিটি এ্যাকশন গ্রুপ (সিএজি)মিটিং	১৭৪৪০
ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় সাধন	১৩২
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন	৬০
উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে	২৪
স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	৭৮৯
বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদ্‌যাপন	৪

ফলাফলঃ

- প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর প্রবনতা হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রত্যন্ত এলাকার গর্ভবতী মায়েরা নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা ও প্রসবকালীন সেবা পাচ্ছেন;
- নদীভাঙ্গন এলাকা হওয়ায় ইউনিয়ন পর্যায়ে অস্থায়ী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে যা সরকারী উদ্যোগে বৃহৎ অবকাঠামোয় রুপ নিতে যাচ্ছে;
- পুষ্টিহীন শিশু চিহ্নিতকরন ও চিকিৎসার ফলে তারা সুস্থ জীবন যাপন করছে;
- মা ও শিশু মৃত্যুর হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে; প্রকল্পের শুরুতে বছরে ৫৫ জন গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু ঘটত যা ০৩ বছরে হ্রাস পেয়ে এখন ১২ জন হয়েছে (গ্রাম জরিপের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে)।

নবজাতক মেয়েটিকে বাচাঁতে পেরে কুলসুমা ও পরিবারের সদস্যরা আনন্দিত

নোয়াখালী জেলাধীন হাতিয়া উপজেলার হরণী ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী 'নাসির সমাজে' বিবি কুলসুমের বসবাস। স্বামী ওমর ফারুক পেশায় একজন দিন মজুর। অভাব অনটনের সংসার। নিরক্ষর ফারুক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় কুলসুমার সাথে।এরপর কুলসুমার কোল জুরে আসে একে একে তিনটি সন্তান। ২টি ছেলের পর ১টি মেয়ে সন্তান পেয়ে তারা অনেক খুশি হয়েছিল কিন্তু এক বছরের মধ্যে ছোট্ট এই মেয়েটি বারবার অসুস্থ্য হতে থাকলে। মা-মনি প্রকল্পের কমিউনিটি ভলান্টিয়ার (সিভি) মাহমুদা বেগমের পরামর্শে তাকে হাসপাতালে নেয়া হলেও অনেক দিনের চিকিৎসার পরও ছোট শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি। ডাঃ জানিয়ে ছিল 'হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারনে মেয়েটি মারা গেছে'।

কুলসুমা ও তার স্বামী মেয়ের অকাল মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েন। এরপর বছর না যেতেই কুলসুমা আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েন। মা-মনি এইচএসএস প্রকল্পের ফিল্ড সাপোর্ট অফিসার (এফএসও) সালমা খাতুনা ফিল্ডে নিয়মিত কার্যক্রম করতে গেলে কুলসুমার গর্ভাবস্থা এবং ছোট্ট মেয়েটির মৃত্যুর হিস্ট্রি জানতে পারে। সব কিছু শোনার পর এফএসও, সংশ্লিষ্ট প্যারামেডিক এর সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলে নির্দেশনা অনুযায়ী কুলসুমাকে রক্ত পরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী কুলসুমা রক্ত পরীক্ষা করালে, তার রক্তে বি-ভাইরাস ধরা পরে।

এক দিকে কুলসুমার শরীরে বি ভাইরাস থাকায় এবং গর্ভবতি হওয়ায় মা-মনি প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাকে নিয়মিত গর্ভকালীন চেকআপ ও গর্ভবস্থায় করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া হয়। কুলসুমার পরিবার অত্যন্ত গরিব ও অসচেতন হওয়ায় গর্ভাবস্থায় চেকআপ করানোর বিষয়ে

প্রথম দিকে গুরুত্ব না দিলেও,অনেক ভাবে বুঝানোর পর কুলসুমা ও স্বামী অনাগত সন্তানের সুস্থ্যতা এবং বিগত কন্যা শিশুটির করুণ পরিনতির কথা ভেবে শেষে গর্ভকালীন চেকআপ করাতে সম্মত হন এবং চারটি গর্ভাবস্থায় চেকআপ হরণী এফডব্লিউসি থেকে করান । নিরাপদ প্রসবের জন্য তাকে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়।

নরমাল ডেলিভারীর মাধ্যমে কুলসুমা একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। শিশুটিকে জন্মের পর নোয়াখালী সদর হাসপাতাল থেকে বি-ভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা দেয়া হয় এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনায় মা ও মেয়ে উভয়ে সুস্থ্য আছে।

স্যাম কর্নার - মারাত্মক অপুষ্টি শিশুর জন্য বয়ে আনলো এক নতুন দিগন্ত

নোয়াখালী জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে নদী বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ অঞ্চল হাতিয়া উপজেলা। এই দ্বীপ অঞ্চলে প্রায় ৬ লক্ষ লোকের বসবাস। এখানকার বেশির ভাগ মানুষ নদীতে মাছের উপর নির্ভরশীল এবং সংগ্রামী। এই খানে ০১টি মাত্র স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে যাহা উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত।

২০১৩ সালের জুলাই মাসে মা-মনি এইচ.এস.এস প্রকল্প হাতিয়া উপজেলার স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগিতামূলক কার্যক্রম শুরু করে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যু কমিয়ে আনার লক্ষে ১৬১২ জন কমিউনিটি ভলানটিয়ার নিয়োগের মাধ্যমে কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা পুষ্টি সেবা বিষয়ে Community Action Group মিটিংএ সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। হাতিয়া উপজেলায় কোথাও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী ছিল না।

মা-মনি প্রকল্প প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী নিশ্চিতের লক্ষে প্রথমে সোনাদিয়া ইউনিয়নের চরচেঙ্গা বাজারে সোনাদিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ ডেলিভারী সেবা চালু করে। পরবর্তী সময়ে চরকিং ইউনিয়নের সাহেব বাজারে চরকিং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে ২৪/৭ ডেলিভারী সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তী সময়ে মা-মনি প্রকল্প গভীরভাবে অনুধাবন করে যদি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নরমাল ও সিজারিয়ান সেকশন চালু করা হয় তাহলে অন্তত: হাতিয়ার বেশির ভাগ ডেলিভারী মা ও নবজাতকের মৃত্যুর ঝুঁকি কমিয়ে আসবে তাই ১ জন স্পেশাল ফিজিশিয়ান ২ জন নার্স ও ৩ জন আয়া দিয়ে নরমাল ও সিজারিয়ান ডেলিভারী শুরু করা হয়।

পরবর্তী সময়ে নদী বিচ্ছিন্ন আরেকটি ইউনিয়ন হরনীতে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় ১টি Upazilla Health Complex & Union Health & Family Welfare Centre তৈরী করে। সেখানে ২৪/৭ ডেলিভারী সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। এরপর জাহাজমারায় স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদের নিচে ৪টি রুম তৈরী করে ২৪/৭ ডেলিভারী সেবা কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। একে একে নিঝুমদ্বীপ ও চানন্দী সাদ্দাম বাজারে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় ভবন তৈরী করে ২৪/৭ ডেলিভারী সেবা কার্যক্রম চলতে থাকে। শুধু ডেলিভারী সেবা চালু করে মা-মনি প্রকল্প থেমে থাকেনি ডেলিভারীর পর যে সকল বাচ্চা ও অন্য বাচ্চারা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে তাদের কথা চিন্তা করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২ জন ডাক্তার এবং ২ জন নার্সকে Sevear Acquit Malnutrition ট্রেনিং দিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মহিলা ওয়ার্ডে ২ বেডের ১টি SAM কর্নার চালু করা হয় এবং এই কর্নারে রোগী আসার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের সকলকে পুষ্টির উপর ৪ দিন করে ২ বার Training দিয়ে Referee কার্যক্রম চালু করা হয়।

SAM কর্নারে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে সেবা দেওয়া হয়। এই সেবাতে Nutrition Food F-75 ও F-100 সাপ্লাই এর ব্যবস্থা আছে। তাও বিনা পয়সায় শিশুদেরকে দেওয়া হয়। গত ০৩/১০/২০১৫ ইং তারিখে ১টি ৬ দিনের মারাত্মক অপুষ্টি শিশু দিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে SAM কর্নার এর আনুষ্ঠানিকভাবে সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই সেবা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। এখন পর্যন্ত অর্থাৎ শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১০৯ টি অপুষ্ট শিশুর সেবা নিশ্চিতের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমিয়ে আসে। এই সেবা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় আরো বেশি এগিয়ে নিতে পারব বলে আমরা আশা করছি।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

বিশ্বজুড়ে যক্ষা রোগের মহামারী এবং এ রোগ দূর করার প্রচেষ্টায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে, রির্সোস ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি TB care and prevention বাস্তবায়ন করছে জিএফএটিএম / ব্র্যাকের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে। বাংলাদেশে যক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে ব্র্যাক ও বিভিন্ন বেসরকারি সহযোগী সংস্থা একযোগে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধিই হচ্ছে এই কর্মসূচীর প্রধান কৌশলএবং এই রোগ নির্মূলে সরকারি - বেসরকারি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত ১০টি (১,২,৩,১২,১৩,১৪,১৫,১৮,১৯ এবং ২০) ওয়ার্ডে এবং এর লক্ষিত জনগোষ্ঠী হলো ১,৫৬,১৬৩ জন অর্থাৎ নির্ধারিত ওয়ার্ডের সকল নারী, পুরুষ ও শিশু সহ সকলেই উক্ত কর্মসুচীর লক্ষ্যগোষ্ঠী। আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করছে গ্লোবাল ফান্ড (জিএফএটিএম)/ব্র্যাক।

উদ্দেশ্য ঃ

- কফে জীবাণুযুক্ত যক্ষা রোগীর শতকরা ৭০ ভাগ রোগী সনাক্তকরণ;
- সনাক্তকৃত রোগীদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৮৫ ভাগ রোগীকে চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য করা;
- সনাক্তকৃত রোগীকে ডটসের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান;
- জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো, যক্ষা রোগে মৃত্যুহার এবং যক্ষা সংক্রমণের অবসান হওয়া পর্যন্ত আর কোন জনস্বাস্থ্য সমস্যা না হওয়া।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

কার্যক্রমসমূহ	অর্জন
গ্র্যাজুয়েট প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার ওরিয়েন্টেশন	২০ জন
নন গ্র্যাজুয়েট (গ্রাম ডাক্তার এবং ফার্মেসী হোল্ডারদের) প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার ওরিয়েন্টেশন	২৫ জন
বিশ্ব যক্ষা দিবস পালনঃ "নেতৃত্ব চাই যক্ষা নির্মূলে, ইতিহাস গড়ি সবাই মিলে" এই স্লোগান নিয়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব যক্ষা দিবস ২০১৮	১ টি
কফ পরীক্ষা ও মাইক্রোস্কপি সেন্টার যক্ষা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে সন্দেহজনক যক্ষা রোগীদের বিনামূল্যে কফ সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও তাদের বিনামূল্যে এক্স-রে এবং জিন এক্সপার্ট করা হয়	অর্থবছরে মোট ২০৪২ জন সন্দেহজনক যক্ষা রোগীর কফ পরীক্ষা, এক্স-রে এবং জিন এক্সপার্ট করা হয় যার মধ্যে কফে জীবাণুযুক্ত ফুসফুসে যক্ষা রোগী নতুন - ৯৩ জন, কফে জীবাণুমুক্ত ফুসফুসে যক্ষা রোগী নতুন ৩০ জন রোগী সনাক্ত করা হয়। ফুসফুস বর্হিভুত যক্ষা রোগী নতুন ১০৪ জন, পুনরায় আক্রান্ত যক্ষা রোগী ২৩ জন
দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে Social Support প্রদান করা - যে সকল দরিদ্র রোগী যক্ষা রোগ সনাক্ত হয় তাদের কে পরীক্ষা নিরীক্ষা বাবদ আর্থিক ভাবে সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা পযর্ন্ত সহযোগিতা করা হয়	১৮২ জন

ফলাফল:

- কমিউনিটিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে যক্ষা রোগ সম্পর্কে জনগনের ভীতি হ্রাস পেয়েছে;
- সোশ্যাল সাপোর্ট পাওয়ায় দরিদ্র জনগন চিকিৎসার আওতাভূক্ত হতে পারছে;
- যক্ষা রোগ থেকে যারা সম্পূর্ণরুপে সুস্থ হচ্ছেন তাদেরকে দেখে প্রকল্প সম্পর্কে এলাকায় আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে;
- কর্ম এলাকার যক্ষা রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

যক্ষা হলে রক্ষা নাই- এই কথাটি সত্য নয়

মোঃ শাহ জালাল, ৩৫ বছর বয়স, সে একজন অটো-চালক। শুরুতে তিনি কাশি এবং রাতেরবেলা অল্প অল্প জ্বরে ভুগছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এটা শুধু 'ফ্লু'। প্রাথমিক অবস্থায় জালাল স্থানীয় ফার্মেসী থেকে জ্বর-কাশির ওষুধ কিনে খান। কিন্তু তাতেও যখন সুস্থ হন না বরং আরও বেশী অসুস্থ হয়ে পরেন তখন তার খাবারের অরুচি, বুকে ব্যাথা এবং ওজন কমতে শুরু করে তখন তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তার নিমোনিয়া রোগ নির্ণয় করেন এবং জালালকে এন্টিবায়োটিক কোর্স শুরু করেন। এন্টিবায়োটিক কোর্স শেষ করার পর দুর্ভাগ্যবশত তার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায়, জালালের বাড়িতে রিক- যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবিকা চায়না রহমান এর সাথে দেখা হয়। তিনি তার অসুস্থতার বিষয়ে জানতে চান এবং শুনে সন্দেহজনক যক্ষা রোগী হিসেবে সনাক্ত করেন। তিনি জালালকে অবিলম্বে কফ পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। এরপর ১০.০৮.২০১৭ ইং তারিখে জালালকে সঙ্গে করে চায়না রিক- টিবি কন্ট্রোল অফিসে আসেন এবং কফ পরীক্ষা করান। কফ পরিক্ষা করে তার কফ পজেটিভ হয়। ঐ দিনই তার যক্ষার চিকিৎসা শুরু করা হয়। চিকিৎসা শুরু করার একমাসের মধ্যেই জালালের অবস্থার উন্নতি হয়। চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে আরও তিনবার তার কফ পরিক্ষা করা হয়। ন্যাশনাল গাইড লাইন অনুযায়ী চায়না রহমানের তত্ত্বাবধানে তার ৬ মাস চিকিৎসা করা হয়। ০৩.০২.১৮ তারিখে ৬ মাস পর কফ পরিক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে জানা যায় জালাল সম্পূর্ণ সুস্থ। জালাল এখন ভাল আছে। সে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার এবং যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচি প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

Enhancing Health and Nutrition Services for the Urban Poor People of the selected Municipalities of Bangladesh Project

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) বাংলাদেশের কিছু নির্বাচিত পৌরসভায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের জন্য গত এপ্রিল' ২০১৮ ইং মাস হতে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। উক্ত প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য রিক কর্তৃক বাস্তবায়িত ৬টি পৌরসভায় ১০৬ জন ডাটা কালেক্টর নিয়োগ প্রদান করা হয়। ২৯ মাসের ইনটারভেনশন দ্বারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি সেবার ব্যবহার (Utilization) বৃদ্ধি লক্ষ্যে ৬টি পৌরসভার (তারাব, নরসিংদী , কালিয়াকৈর, টাঙ্গাইল, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ) ৬৯টি ওয়ার্ড ১১০২৪৯ টি (এক লক্ষ দশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ) দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসেবা খরচ পূন:-ভরনের জন্য একটি স্বাস্থ্য-কার্ড স্কিমের মাধ্যমে বেসরকারি ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্রগুলির সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিসেবাগুলি থাকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করে, রিক নির্বাচিত প্রতিনিধি ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে একটি তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি ব্যবস্থা স্থাপন করবে যাতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রকল্পটির জীবনযাত্রার বাইরে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য ক্লিনিকগুলি সহায়তা করতে পারে;
- স্টেকহোল্ডার পরামর্শের মাধ্যমে, এই শহুরে সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে অংশীদারিত্বের একটি স্থিতিশীলতা মডেল তৈরি করা।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

কার্যক্রমের বিবরন	অর্জন
স্টাফ ওরিয়েন্টেশন	০১
ডাটা কালেক্টর (১০৬ জন) ওরিয়েন্টেশন	০৬
বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন	০৬
ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন	০৬

ফলাফল:

- স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারা ব্যক্তিগত ক্লিনিকগুলির বর্ধিত ব্যবহার নিশ্চিত করা
- ব্যক্তিগত ক্লিনিক এর সেবা উন্নত মানের করা
- প্রতিষেধক স্বাস্থ্য আচরণ এবং সময়মত যত্ন অনুশীলন বেড়েছে
- পৌরসভা কর্মকর্তারা, নির্বাচিত প্রতিনিধি/কাউন্সিলরদের জবাবদিহিতা এবং স্থানীয় মালিকানা বৃদ্ধি
- সমস্যা সমাধানে কমিউনিটির ক্যাপাসিটি/সাড়া বৃদ্ধি

বাংলাদেশের গ্রামীণ স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (মিলিস)

বিশ্বব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় গ্রামীণ স্যানিটেশনে কর্মসূচিগত কারিগরি সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। কর্মএলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলার ০৬ টি উপজেলা। এই কর্মসূচির লক্ষিত জনগোষ্ঠী/ভোক্তা হল গ্রামীণ এলাকার সকল জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

উন্নত স্যানিটেশন পণ্য ও সেবার জন্য বাজার উন্নয়ন এবং বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য উন্নত স্যানিটেশনের অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতাভূক্ত অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নিকট থেকে ঋণের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা হয় না। এছাড়া বীমা সুবিধার বিপরীতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

কার্যক্রমের বিবরন	অর্জন
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রস্তুত এবং ঋণ বিতরণ	৩৮৯৩ টি
স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৫৬ জন
বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ টি মডেল (আরাম, আরাম প্লাস, বিলাস, বিলাস বক্স) অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রস্তুতের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের ০৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান	১৪ জন
স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরী খাতে ঋণ প্রদান	০৯ জন

ফলাফল:

- অন্তর্ভূক্ত পরিবারসমূহে রোগের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে;
- গ্রামীণ পরিবারের সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের চাহিদা তৈরী হয়েছে
- স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সংশ্লিষ্ট সকল পণ্য /উপকরণ একই স্থানে পাওয়ায় ভোক্তাদের ব্যবহার বেড়েছে ।

দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি

দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এই প্রকল্পের লক্ষ্য। কর্মসূচীতে অংশগ্রহনকারী দরিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করা এবং তারা যাতে টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র হ্রাস করে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে সেটিই আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দারিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা তাদের টেকসই দারিদ্র হ্রাস করে তা দূরিকরণের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে;
- স্বাস্থ্য , শিক্ষা ও পুষ্টিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে একযোগে কাজ করে প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরবর্তী পূণর্বাসনে যাতে যথাযথ অবদান রাখা যায় সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দারিদ্র দূরিকরণের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে ত্বরান্বিত টেকসই দারিদ্র হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সরকারী/বেসরকারী সহযোগিতার বিকাশ ঘটানো।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ	অর্জন
খানা পরিদর্শন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	২৭,৭২২
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	৫৮২
স্ট্যটিক ক্লিনিকের রোগী সংখ্যা	৩,১৪৬
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৬,৪০৬
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	১৬
রোগী সংখ্যা	২,৯২৭
বিশেষ চক্ষূ ক্যাম্প ও ছানি অপারেশন - রোগী সংখ্যা	১,২৯৭
ছানি অপারেশন (জন)	১০০
চশমা প্রদান	৬৮
পরিবার ভিত্তিক স্যানিটেশন উপকরণ বিতরণ	৬০০

সমৃদ্ধি বাড়ি (পূর্বের)	০৯
পুষ্টি ক্যাম্প (এই পুষ্টি ক্যাম্পে শিশুদের মুয়াক টেস্টের মাধ্যমে পুষ্টি মাপা হয় এবং অপুষ্টি শিশুদের পুষ্টিকনা বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের চেকআপ সহ ঔষধ বিতরণ করা হয় ও সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়)	

ফলাফল:

- নিয়মিত খানা জরিপ/পরিদর্শনের ফলে পরিবারগুলোতে স্বাস্থ্য সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মানুষকে এখন আর শহরে গিয়ে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে হয়না।
- চোখে ছানি পড়ে যাওয়ায় যে মানুষগুলো দিনের পর দিন মানবেতর জীবন যাপন করেছে অপারেশনের পর তারা আজ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।
- নিয়মিত খানা জরিপ আর বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচির কারনে আজ ডায়াবেটিকস রোগ সহ অন্যান্য রোগের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন
- পরিবারের একটি ছোট বাচ্চাও খোলা যায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করছে না। ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ- এই বিশেষ কার্যক্রম স্থানীয় সরকারসহ সব মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
- যুব কমিটি বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা পরিচালনা করছে যেমন- মাদকের কুফল, শিক্ষার গুরুত্ব ও বাল্য বিবাহের মত সামাজিক ব্যাধি রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে।
- ভিক্ষুক মুক্ত ইউনিয়ন গড়তে ও ভিক্ষাবিত্তি রোধে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।
- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে কর্মজীবি ও স্বচ্ছল করতে অবদান রাখছে।

মীরজাহান এখন পৃথিবী দেখতে পায়!

মীর জাহান, বয়স-৬০ বছর, স্বামী মৃত- বিল্লাল শেখ। মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে তার বাস। গ্রামের নাম নয়াগাঁও। সহায় সম্বলহীন মীর জাহান ১২ বছর পূর্বে স্বামী ও একমাত্র ছেলেকে হারান। অতি কষ্টে জীবনযাপনের মাঝেই দুই মেয়ের বিয়ে দেন। এক মেয়ে থাকে ফরিদপুরে আর এক মেয়ে এলাকাতেই থাকতো স্বামীর সংসারে। দুই বছর পূর্বে সেই মেয়েও মারা যায়। বর্তমানে নাতনির সাথেই থাকেন এবং বড় মেয়ে ও নাতনির সহায়তায় কোন রকম বেঁচে আছেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শকের মাধ্যমে চক্ষু শিবিরের কথা শুনে গত ২৯শে এপ্রিল, ২০১৮ বালিগাঁও সমৃদ্ধি অফিসে এসে ডাক্তার দেখান তিনি। পরীক্ষা নীরিক্ষার এক পর্যায়ে চোখের ছানী অপারেশনের জন্য মনোনিত হন তিনি। ঢাকা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাল থেকে ১৪ই মে তার ছানী অপারেশন করানো হয়। তিনি এখন পৃথিবীর সৌন্দর্য আবারো দেখতে পাচ্ছেন। তার ভাষায়.....

"আমিতো আছিলাম কানা বুড়ি (প্রবীণ), কেউ আমারে দাম দিতোনা আমার কতা হুনতোনা (কথা শোনতনা), খালি গাইল (গালি) দিতো আর কানা বুড়ি কইয়া চিল্লাইতো। আমি কোন শোম (সময়) চিন্তা করিনাই এই কানা বুড়ির নাম যাইবোগা (ঘুচবে), রিকের থেইক্যা (থেকে) চোখের অপারশন করাইয়া এহন আমি দেখতে পারি। এহন আমারে কেউ কানা বুড়ি কইয়া চিল্লায়না।"

স্কুল ফিডিং কর্মসূচী, কক্সবাজার

বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির তত্ত্বাবধানে স্কুল ফিডিং কর্মসুচি মহেশখালিতে ২০১৫ সাল থেকে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) অত্যন্ত সুষ্ঠু / নিয়ম তান্ত্রিকভাবে বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকারের "সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা" শতভাগ নিশ্চিতকরনে স্কুল ফিডিং কর্মসুচি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ৭৫ গ্রাম পুষ্টি সমৃদ্ধ বিস্কুট নিয়মিত বিতরনের পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় প্যাকেজ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহন বৃদ্ধি, নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও জনগোষ্ঠির ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি অধিকতর যত্নশীল মনোভাব সৃষ্টিতে কাজ করছে। কোস্টাল বেল্টে বসবাসকারী মানুষ দরিদ্র এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম। বেশিরভাগ মানুষ মাছ ধরার, শুকনো মাছ, লবণ, ধানের চাষ, পান চাষ ইত্যাদি ব্যবসায় জড়িত। এই এলাকার মানুষ খুব দরিদ্র। তারা পান চাষ ও মাছ ধরার সময় তাদের সন্তানদের সাথে রাখে ফলে শিশুরা স্কুলে অনিয়মিত।

কর্মসূচীর লক্ষ্য:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ;
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ;
৩. প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ;
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ;
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

প্রকল্পের কার্যক্রমসুমহ	অর্জন
মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফরটিফাইড বিস্কুট বিতরণ	৮৯৯.৭০৭ মেট্রিক টন
নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২১ ব্যাচ
কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কর্মশালা	২২ টি
স্কুল ফিডিং সচেতনতা বিষয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভা	১৩৫ টি
স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক ছাত্র-ছাত্রীদের কুইজ প্রতিযোগীতা	১০০ টি
স্কুল আঙ্গিনায় সবজি বাগান গঠন	৪৩ টি
স্কুল মনিটরিং	২১৭

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রক সপ্তাহ কার্যক্রম	২১৭
সৌদি খেজুর বিতরণ	১৩০.০১ মেট্রিক টন

ফলাফল:

কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ও মহেশখালীর সরকারী বেসরকারী ২১৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ফিডিং কর্মসুচির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান উন্নয়নের পাশাপাশি শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করছে এবং শিশুদের স্বাস্থ্য পুষ্টি ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্য সুরক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার প্রবনতা কমেছে এবং শিশুদের পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত হয়েছে;
- স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকল স্টেক-হোল্ডারদের দায়িত্ব কর্তব্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটেছে;
- এস এফ কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিকাশ ঘটছে;
- শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- স্কুলে নিয়মিত বিস্কুট খাওয়ার কারণে ছাত্র ছাত্রীদের অপুষ্টি হ্রাস পেয়েছে;
- বেশির ভাগ দরিদ্র শিক্ষার্থীরা সকালের নাস্তা হিসেবে বিস্কুট খাচ্ছে;
- সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পিতামাতার আগ্রহ বৃদ্ধি এবং স্কুলে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অসুস্থতার হার কমেছে।

দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আর্থিক সহায়তায় " দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচী " প্রকল্পটি মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পুরণে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এ কার্যক্রম অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এই সেবা সহায়তায় পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয় উপজেলা ২০৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০১টি শিশু কল্যান ট্রাষ্ট বিদ্যালয় ও ১২টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সহ মোট ২১৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এই স্কুল ফিডিং প্রকল্প পরিচালিত হয়ে থাকে। অত্র এলাকায় বিদ্যালয় চলাকালিন সময়ে বিদ্যালয়গামী সকল ছাত্র/ছাত্রীদের এক প্যাকেট (৭৫ গ্রাম) উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্কুট দেয়া হয়। এই ১প্যাকেট বিস্কুট তাদের সাময়িক ক্ষুধার চাহিদা মিটায় ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে নিশ্চিত করে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ;
- ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ;
- ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ;
- প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ;
- ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরন করা;
- প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

বিবরন	অর্জন
২১৮ টি বিদ্যালয়ে বিস্কুট বিতরন	২১০.১২ মে. টন

গড় উপস্থিত	৮৮%
সবজি বাগান	৮০টা
স্টোর পরিস্কার	২০৬ টি বিদ্যালয়
মজুদ বই হালনাগাদ	১৯৮ টি বিদ্যালয়
স্যানিটেশন ব্যবস্থা	১৬৫ টি বিদ্যালয়
নিরাপদ পানি	২১৮ টি বিদ্যালয়
মা সমাবেশ	২০ টা
এসএমসি মিটিং	৩৮ টি
হোম ভিজিট	২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী
শিক্ষক সমন্বয় সভা	০৪ টি
উঠান বৈঠক	১০ টা
উপজেলা সমন্বয় সভা	০২ টা
টয়লেটে জুতা, স্যান্ডেল, সাবান ব্যবহার	৮৫%

ফলাফলঃ

- শ্রেণীকক্ষে ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ছে এবং মনোযোগ বৃদ্ধিতেও শক্তি যোগাচ্ছে;
- তুলনা করলে দেখা যায়, যেসব উপজেলায় এ কার্যক্রম নেই সেই তুলনায় অত্র উপজেলা গুলিতে এ কর্মসুচীর কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির হার ও উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার নেই বললেই চলে।

অসহায় মায়ের স্বপ্ন পূরণে সুলতানা

বলেশ্বর নদীর কোল ঘেষে অবস্থিত পিরোজপুর জেলা। পিরোজপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য উপজেলা হল মঠবাড়িয়া। এই উপজেলাকে দারিদ্র পীড়িত এলাকা হিসাবে গন্য করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে "দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি"।

মঠবাড়িয়া উপজেলার ০৫নং মঠবাড়িয়া সদর ইউনিয়নের ৫১নং উত্তর মিঠাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রী মোসা: সুলতানা, বয়স: ১০ বছর, পিতা: মো: জাবেদ আলী (৪০), মাতা: মোসা: মিনারা খাতুন (৩০)।

যখন সুলতানার বয়স মাত্র ০৬ বছর তখন তার বাবা তার মাকে তালাক দেন। তার মা ঝি এর কাজ করে যে পরিমান টাকা পান তা দিয়ে মেয়ের পড়াশুনা চালানো অসম্ভব । এই অবস্থায় সুলতানার মা তার মেধাবী মেয়ের কথা তার বোনের সাথে আলোচনা করে মঠবাড়িয়া উপজেলায় উত্তর মিঠাখালী গ্রামে বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় সুলতানাকে। সুলতানার খালা তার বাড়ির পাশে ৫১নং উত্তর মিঠাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে তারপর সুলতানার খালা সুলতানাকে এই বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেনীতে ভর্তি করিয়ে দেন, কিন্তু সুলতানার খালার অবস্থাও তেমন ভাল নেই, খালার পরিবারে ১০/১২ জনের বসবাস, এই কারনে সুলতানাকে প্রায়ই না খেয়ে বিদ্যালয়ে আসতে হত। সকালে বিদ্যালয়ে না খেয়ে আসার কারনে শিক্ষা গ্রহন তার কাছে আনন্দের চেয়ে কষ্টের মনে হত। সে এক সময়ে বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছিল। তাই সে ১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণীতে থাকা অবস্থায় মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে আসতনা।

৫ম শ্রেণীতে উঠার পর সুলতানা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে কারন সুলতানার বিদ্যালয়টি ইতিমধ্যে স্কুল ফিডিং প্রকল্পের আওতাভূক্ত হওয়ায় রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) কো-অপারেটিভ পার্টনারের মাধ্যমে দৈনিক ৭৫ গ্রাম ওজনের ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ বিস্কুট প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর পাওয়া নিশ্চিত করেছে। বিদ্যালয়ে এখন সুলতানাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহন এখন তার নিকট আনন্দের। বিস্কুট শুধু ক্ষুদাই নিবারন করে না অপুষ্টি ও দূর করে কারন বিস্কুটের মধ্যে রয়েছে লৌহ, দস্তা, আয়োডিন, জিং, ভিটামিন

এর মত শরীর গঠনে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। বিস্কুট খাওয়ার ফলে সুলতানার শারীরিক সামর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে, সাথে সাথে শিক্ষা গ্রহনের সক্ষমতা বেড়েছে ও লেখাপড়ায় মনোযোগ বেড়েছে। সে এখন বেশি সময় ধরে পড়তে পারে। লেখাপড়া করে সে ৪র্থ শ্রেণীতে বার্ষিক পরিক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বিস্কুট শুধু বিদ্যালয়কে এখন আনন্দময়ই করে নাই অধিকন্তু তাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে এগিয়ে যাওয়ার পথ চলা। মা মিনারা খাতুন মাঝে মাঝে গ্রামে এসে তার মেয়ের লেখাপড়ার খোঁজ খবর নেন। সুলতানা শুধু পড়ালেখাই ভাল করে নাই সে সহপাঠ ক্রমিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্যালয়ের সবজি বাগানে কাজ করে এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে থাকে। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বড় হয়ে পড়াশুনা করে শিক্ষক হবে। শিক্ষক হয়ে সে দেশের সেবা করবে এবং মায়ের দুঃখ দুর্দশা মোচন করবে। এমন হাজার ও সুলতানা স্কুল ফিডিং প্রকল্পের কারনে বিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে। সুলতানার মা বাংলাদেশ সরকার ও রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর প্রতি কৃতজ্ঞ।

শিক্ষা

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এলাকায় ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (OMPSHC, PMBP)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। পদ্মা নদীর মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে সড়ক ও রেলওয়ে সেতু নির্মানের মাধ্যমে ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম জেলাগুলোর সহজ যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের দারিদ্রের হার ০.৮ % কমবে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধিও হার ০.৫৬ % বৃদ্ধি পাবে।

সেতু নির্মাণকে কেন্দ্র করে জমি অধিগ্রহনের ফলে স্থানীয় বেশ কিছু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যথাযথ পুনর্বাসন এর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানের মাধ্যমে সরকার তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নির্মিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (RIC) ও স্বাবলম্বী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (SSUS) - কে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন-১৯৯০, জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এবং সবার জন্য শিক্ষা-২০১৫ এ বর্ণিত মানদন্ড ও নির্দেশনা অনুযায়ী পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত জনগনকে মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
- বাংলাদেশ স্বাস্থ্য নীতি-২০১১ ও ২০১৫ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসুচি ২০১১-২০১৬ এ বর্ণিত নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত জনগনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা ;

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

প্রকল্পের কার্যক্রমসুমহ	অর্জন
জনবল নিয়োগ (প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও সার্পোট ষ্টাফ)	৪৪ জন
ছাত্র-ছাত্রী তালিকাভুক্তকরণ (Student Enrollment)	১০৮৭ জন
অবহিতকরণ সভা	০১টি
শিক্ষকদের দক্ষতা ও মানোন্নয়ণ প্রশিক্ষণ	০২টি
বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) গঠন ও ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন	০৮টি
অভিভাবক সভা (Parents Gathering)	০৪টি
পরীক্ষা গ্রহন ও ফলাফল প্রকাশ	৮৩%
ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি বিতরন (২০১৭ শিক্ষাবর্ষ)	৫৪৬ জন
জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন	৩৬টি
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	০৪টি
সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম (Extra -curriculum activities)	০৪টি
ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নতুন বই বিতরন	১০৮৭ জন
ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Health Checkup)	৬০টি
বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা	৪টি

ফলাফলঃ

- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৫টি পুনবার্সন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুযোগ তৈরী হয়েছে যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছে, শিক্ষার মূলধারা থেকে ঝরে পড়া রোধ হচ্ছে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে শিক্ষা চক্র যথাযথভাবে সমাপ্ত করতে পারছে;
- বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহন ও অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি ;
- ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক মেধা ও মনন বিকাশের সুযোগ তৈরী;
- ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করার মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে ভুমিকা রাখছে;

কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য

জাজিরাস্থ পুনর্বাসন সাইট-৪ নাওডোবা পদ্মা সেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হতে ৫ম শ্রেণির ছাত্রী **সামিরা জাহান সাইবা** গত বছর বৃত্তি লাভ করেছে। তার কোন গৃহ শিক্ষক ছিলনা। শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি এবং ক্লাশ শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিনি এই বৃত্তি লাভ করেন। বিদ্যালয়ের এটি একটি বিশেষ সাফল্য।

দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (সমৃদ্ধি)

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ	অর্জন
শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র সংখ্যা	১৭০
ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	৪৩৮৪
গড় উপস্থিতির হার	৭৯
যুব সমাজের আত্ন-উপলব্ধি নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৭৮০ জন
যুব প্রশিক্ষন বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষন	১ ব্যাচ
যুব কমিটি গঠন	৬১ টি
শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ	১৭০ জন
স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মৌলিক প্রশিক্ষন	৫৯ জন

ফলাফলঃ

- স্কুলে যেতে অনাগ্রহী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা করার প্রতি আগ্রহ তৈরি করে তাদেরকে মূলধারার শিক্ষার সাথে যুক্ত করানো হচ্ছে।
- ঝরে পড়ারোধে বিশেষ ভুমিকা পালন করছে এই ২৫টি শিক্ষা কেন্দ্র।
- নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতৃত্ব সৃষ্টি করানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিনোদন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে যুব সমাজের মধ্যে নিজেকে বদলানোর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে যেমন - যে সকল যুবক ছেলে রাস্তার মোড়ে বা দোকানে বসে আড্ডা দিত তাদের অনেকেই তা পরিহার করে পরিবারে সময় দিচ্ছে, বিভিন্ন আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্ঠা করছে। মাদকের প্রতি অনিহা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উন্নয়নে যুব সমাজের আওতায় ৯টি ওয়ার্ডে "যুব কমিটি" গঠনের ফলে যুবক/যুবতিদের মাঝে এলাকার মানুষের জন্য তথা এলাকার উন্নয়নে কাজ করার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
- যুব কমিটি বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা পরিচালনা করছে যেমন- মাদকের কুফল, শিক্ষার গুরুত্ব ও বাল্য বিবাহের মত সামাজিক ব্যধি রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে।
- উদ্যামী সদস্য পূণর্বাসনের ফলে এলাকার সকল মানুষের মাঝে সংস্থা (রিক) এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচি সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার প্ল্যান্ট প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বিরুপ প্রভাব বর্তমান বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত ইস্যু। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধিও এই প্রভাবের মধ্যে অন্যতম। এসব অঞ্চলে সুপেয় ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রবল সংকট রয়েছে। এই সংকট কিছুটা লাঘব করার জন্যে বরগুনা জেলার সদর উপজেলা, পাথরঘাটা এবং বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় পানি বিশুদ্ধ করার জন্যে "ওয়াটার ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট" স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ পানি বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে এলাকার জনগনের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানীয় জলের স্থায়ীত্বশীল অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের প্রতিবেদনকালীন সময়ের কার্যক্রম

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ	অর্জন
বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ	২৮৮০০০ লিটার (দুই লক্ষ আটাশি হাজার) লিটার

ফলাফল:

- সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের সাধারণ জনগনের নিরাপদ পানি নিশ্চিত হচ্ছে যা তাদের পানিবাহিত রোগ থেকে নিরাপদ রেখে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতে সহায়তা করছে।

বিশেষ ইভেন্ট সমূহ

উখিয়ায় জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর "খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান উন্নয়ন" প্রকল্পের মাসিক জীবিকা সহায়ক ভাতা বিতরণ

এই প্রকল্পটি উখিয়া ও টেকনাফের ২০ হাজার হত দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদেরকে ২০ মাসের জন্য প্রতিমাসে ১০৫০ টাকা এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে বিনিয়োগের জন্য ১৫ হাজার টাকার এককালীন নগদ অনুদান প্রদান করার মাধ্যমে সহায়তা করে।

গতমাসে, ৩ শতাধিক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে উখিয়া উপজেলার ইসলামিয়া মাদ্রাসায় মাসিক জীবিকা সহায়ক ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে হলদিয়া পালং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ শাহ আলম, স্থানীয় পর্যবেক্ষক কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সহকর্মীবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত ছিলেন। রিকের প্রকল্প সমন্বয়কারী সাহেল সানজিদ, প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরে এবং প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।
ডব্লিউএফপি প্রোগ্রাম কর্মকর্তা নুসরাত জাহের বলেন, "ইএফএসএন প্রোগ্রাম খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি উন্নতির পাশাপাশি পরিবারের আয় এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য সবচেয়ে দুর্বল সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করছে।"

অনুষ্ঠানে হলদিয়া পালং ইউনিয়ের চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, "ইএফএন প্রকল্পটি জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহযোগিতায় রিক কর্তৃক আমাদের উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন হওয়ায় আমি গর্বিত। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ সবাই হত দরিদ্র এবং তাদের উন্নয়নের জন্য আরো অনেক সংস্থার কাজ করা প্রয়োজন।"

এছাড়াও, এ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা হবে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বিশেষ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

১৩ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে পিরোজপুর সদর উপজেলায় রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার ও ডাক দিয়ে যাই সংস্থার যৌথ উদ্দ্যোগে সমৃদ্ধি কর্মসূচী বাস্তবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। একই অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ণ কর্মসূচীর আওতায় প্রবীণ এবং শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর মাননীয় সভাপতি এবং প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ।

প্রবীণ কল্যাণে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পিরোজপুর সদর উপজেলার শতভাগ union এর প্রতিটি union থেকে ১১ জন করে মোট ৭৭ জন প্রবীণ এবং ৫ জন করে মোট ৩৫ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে সর্বমোট ১১২ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য ৭৭ জন প্রবীণের মধ্যে উক্ত union থেকে সবচেয়ে বেশী বয়সী একজন করে মোট ১১ জনকে জ্যেষ্ঠ নাগরিক অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে সম্মানিত করা হয়।
এছাড়াও ১৪ জানুয়ারী রিক ও পিরোজপুর জেলার প্রবীণ জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সম্মানিত সভাপতি এবং প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), পিরোজপুর, ড. জসীম উদ্দীন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) এবং জেনারেল ম্যানেজার ও টিম লিডার (সমৃদ্ধি), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ), ডাঃ সাইফুদ্দিন আহমেদ (পিন্টু),পরিচালক, শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, মোঃ আব্দুল মতিন, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ, জামাল হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পিরোজপুর সদর এবং অন্যান্য গন্যমাণ্য ব্যক্তিগণ।

পিএমবিপি প্রকল্পের বিশেষ কার্যক্রমসুমহ

বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধু আন্তঃপ্রাথমিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংগ্রহন

৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শারীরিক চর্চা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশে লক্ষ্যে সকল বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ক্রীড়া সামগ্রী যেমন : ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা ,লুডু, স্কিপিং রোপ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাজিরা উপজেলাস্থ নাওডোবা পদ্মা সেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালক ও বালিকা ফুটবল দল ইউনিয়ন পর্যায়ে আয়োজিত বঙ্গবন্ধুও বঙ্গমাতা আন্তঃপ্রাথমিক গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়-২০১৮ অংশগ্রহন করেন এবং ফাইনাল ম্যাচে বালিকা দল চ্যাম্পিয়ন ও বালক দল রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা আন্তঃপ্রাথমিক গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়-২০১৮ চ্যাম্পিয়ন নাওডোবা পদ্মা সেতু প্রাথমিক বিদ্যালয় বালিকা দল ও রানার্স-আপ বালক দল

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম (Extra -curriculum activities)

শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের প্রতিভা এবং মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। শিক্ষা-সহার্থক কার্যক্রম এর আওতায় চিত্রাংকন, রচনা ও সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, চারু ও কারু হস্তশিল্প প্রদর্শণী ইত্যাদি নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয়ে থাকে।

অর্থবছরে নতুন উদ্দ্যোগ

‘Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)’ এর ‘সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (ওপিএলআই) কর্মসূচি’র ‘নীডবেজড ইনোভেশন ফান্ড’ কার্যক্রম এর আওতায় কমিউনিটিতে প্রবীণদের সম্মিলিত উদ্যোগে জমি লিজ/বন্ধক এবং প্রবীণ উদ্যোগীর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গত বছর **‘ইনোভেশন’** এর অংশ হিসেবে বালিগাঁও প্রবীণ কমিটি তাদের মধ্যে একজন উদ্যোগী প্রবীণ নির্বাচন করে তাকে এলাকার ৩০/৩৫ শতাংশ জমি তিন বছরের জন্য এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে লিজ/পত্তন নিয়ে দিয়েছে। **‘ইনোভেশন ফান্ড’** থেকে উক্ত জমি বন্ধক নেয়ার জন্য ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রবীণ উক্ত জমিতে চাষাবাদ করে এবং প্রতি বছর ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকা প্রবীণ কমিটিকে প্রদান করবে। এক্ষত্রে প্রবীণ কমিটি উদ্যোগী প্রবীণকে তার কৃষি ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ে সার্বিক সহায়তা করবে। এগ্রিমেন্ট অনুসারে জমি লিজের জন্য যে এক লক্ষ প্রদান করা হবে তা তিন বছর পর ফেরত নিয়ে প্রবীণ কমিটি তাদের মূল টাকা **‘ইনোভেশন’** অর্থাৎ উদ্ভাবনী উদ্যোগে পুনরায় বিনিয়োগ করবে। উল্লেখ্য জমি লিজ/পত্তন এর বিনিময়ে বাৎসরিক যে টাকা আয় হবে তা অস্বচ্ছল প্রবীণদের কল্যাণ যেমন-ফিজিওথেরাপি, চক্ষুশিবির, ডায়াবেটিক ও রক্তচাপ বিষয়ে সচেতনতা, স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প আয়োজনসহ বস্তগত সহায়তা (লাঠি, শীতবস্ত্র ও ঔষধ) ইত্যাদি কার্যক্রমে প্রদানে ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি প্রবীণ কমিটির সাংগাঠনিক কর্মকান্ডকে চলমান ও টেকসই করার লক্ষ্যেও অর্থ ব্যবহার করা হবে, এবিষয়ে প্রবীণ কমিটি অঙ্গিকারবদ্ধ এবং বদ্ধপরিকর। চলমান এই প্রক্রিয়াটির সাথে উক্ত এলাকার ঋণ ও প্রবীণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণ সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থাকবে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছে।

প্রবীণদের জন্য ফিজিওথেরাপী স্বাস্থ্যসেবা

পিকেএসএফ এর অর্থায়নে এবং রিক পরিচালিত প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে Physiotherapy & Geriatric-Care বিষয়ে সেবা প্রদানের আয়োজন রয়েছে। Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) এর আওতায়ও Improving Older People’s Livelihood through Community Initiative (OPLI)’ কর্মসূচির মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে প্যারা ফিজিওথেরাপিষ্ট তৈরির লক্ষ্যে এলাকার আগ্রহী তরুণ/তরুণী এবং সক্ষম প্রবীণদের (ডাক্তারী পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট)মধ্য থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্বাচন করে বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিষ্ট এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তারা প্রবীণদের বাড়ী গিয়ে ফিজিওথেরাপি প্রদান করছে পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন ব্যাথা নিরাময় করার জন্য রে-মেশিন ব্যবহার করছে। এর ফলে কমিউনিটিতে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা (ফিজিওথেরাপি) বিষয়ে প্রবীণদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে এবং নবীনরা ভবিষ্যতে ফিজিওথেরাপিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

এছাড়াওপ্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির (Elderly Program) মাধ্যমে রিক কর্ম এলাকায় একজন নারী এবং একজন পুরুষকে পিকেএসএফ কর্তৃক Geriatric Physiotherapy AideÕ হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র এর মাধ্যমে কমিউনিটির প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বিশেষ এ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা থাকায় প্রবীণরা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারছে এবং সেবা নিতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

`Now we are secured and feel that someone is behind me with their warm support'

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি তে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম

পিরোজপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলার নয়টি ইউনিয়নে শুরু হয়েছে প্রবীণদের মধ্যে বয়স্কভাতা প্রদান কার্যক্রম। ইউনিয়নগুলোর দরিদ্র এবং দুঃস্থ প্রবীণ যাদের ব্যক্তিগত আয় নাই, পারিবারিক আয় নাই, শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাজ করতে অক্ষম, পরিবারে আয় করার মত অন্যকোন সদস্য নাই, এমনকি প্রয়োজনীয় মূহুর্তে পরিবারের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়তা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই, প্রতিদিন দুই বেলা খাবার পায়না এবং ভূমিহীন এছাড়াও সরকারের নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কোন প্রকার সেবা যেমন-(বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ভিজডি) পাচ্ছেনা এমন দরিদ্র প্রবীণদের চিহ্নিত করে মোট ৯৫০ কে জীবিকা নির্বাহ এবং নন্যূতম চিকিৎসা নিরাপত্তার জন্য মাসিক ৬০০ হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র

প্রবীণদের জন্য কমিউনিটিতে সামাজিক উদ্যোগ দ্রুত বিকাশমান। প্রবীণদের অন্যতম একটি সমস্যা হলো তাদের কথা বলার জায়গা কম এবং তারা অনেকটাই নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেন। প্রবীণ হওয়ার কারনেই সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়গুলো থেকে বঞ্চিত হন যা তাদেরকে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত করে দেয়। প্রবীণদের এই ক্ষমতাহীনতা, নিঃসঙ্গতা এবং নিরাপত্তাহীনতা দূর করে মর্যাদা সম্পন্ন জীবন, সামাজিক নিরাপত্তা তৈরি এবং স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রবীণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রিক প্রকল্প এলাকার ইউনিয়নগুলিতে প্রবীণদের সংগঠনের স্থায়ী ঠিকানা তৈরির লক্ষ্যে 'প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র' গড়ে তোলার প্রচষ্টা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রবীণদের দান করা জমিতে মোট ১৩টি সামাজিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রবীণ সংগঠনের প্রতিনিদিগণ এই সকল সামাজিক কেন্দ্র পরিচালনা এবং দেকভাল করার সকল দায়িত্ব পালন করেন। প্রবীণরা সামাজিক কেন্দ্রে নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করে, পত্রিকা পড়ে, টেলিভিশন দেখে, করোম, দাবা, লুডু খেলে, শরীর চর্চা করে এবং গানের আয়োজন করে তাদের সময় কাটায়।পাশাপাশি একজন ডাক্তার নিয়মিত প্রবীণদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। মুনিস্গঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বালিগাঁও ইউনয়নের প্রবীণ সভাপতি আবদুর রহমান 'প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র'র জন্য জমি দান করেছেন।

- কদমতলা ইউনিয়নে ১টি সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে
- মোট ৫টি সামাজিক কেন্দ্রের কাজ নির্মানাধীন

Resource Integration Centre (RIC)
For the year ended June 30, 2018

S.K.BARUA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

House # 432 (2nd Fl.), Road # 30, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206
Tel : +880-2-9884390, Mobile : 01824 56 79 96, 01819-13 70 95
E-mail: skbarua_123@yahoo.com, Web : www.skbarua.org

SK Since 1985
S.K.BARUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

a member of empacta
registered in Berlin-Germany

Independent Auditor's Report
To The members of General Body of
RESOURCE INTEGRATION CENTRE (RIC)

We have audited the accompanying consolidated financial statements of **"RESOURCE INTEGRATION CENTRE (RIC)** micro finance program and other projects **"**, which comprise the Consolidated Statement of Financial Position as at June 30, 2018 Consolidated Statement of Comprehensive Income, Consolidated Statement of Receipts & Payments and Statement of Cash Flow for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management of **"RESOURCE INTEGRATION CENTRE (RIC)"** is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing (BSA). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements, prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Practices (GAAP), give a true and fair view of the Consolidated Statement of Financial Position as at 30 June, 2018 and its financial performance for the period from July 01, 2017 to June 30, 2018 and comply applicable laws and regulations.

We also report that:

(a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

(b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the organization so far as it appeared from our examination of those books;

(c) in our opinion, the Financial Statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated, Dhaka
October 9, 2018

S.K. Barua & Co.
Chartered Accountants.

House # 432 (2nd Fl.), Lane # 30, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206
Tel : +880-2-9884390, Mobile : 01824-56 79 96, 01819-13 70 95
E-mail: skbarua_123@yahoo.com, email@skbarua.org, Web : www.skbarua.org

Thielallee 113, D 14195 Berlin
Germany
Phone : +355 67 20 66 161

RESOURCE INTEGRATION CENTRE (RIC)
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at June 30, 2018

	Notes	As on June 30, 2018	As on June 30, 2017
PROPERTY & ASSETS			
Non-Current Assets			
Property, Plant & Equipment	6.00	85,859,912	54,152,138
Total Non-Current Assets		**85,859,912**	**54,152,138**
Current Assets :			
Investment	7.00	247,820,400	188,380,431
Revolving Loan Fund (Outstanding)	8.00	5,079,662,960	4,186,705,047
Loan & Advance	9.00	57,833,692	42,450,097
Loan to Other Sector	9.01	19,970,174	16,658,864
Receivables	10.00	25,176,069	7,547,808
Cash and Cash Equivalents	11.00		
Cash in Hand		24,239,301	5,019,916
Cash at Bank		468,007,013	55,047,843
Total Current Assets		**5,922,709,609**	**4,501,810,006**
Total Property and Assets		**6,008,569,521**	**4,555,962,144**
CAPITAL FUND & LIABILITIES			
Capital Fund			
Fund Account	12.00	924,545,185	625,829,100
Total Capital fund		**924,545,185**	**625,829,100**
Non Current Liabilities			
Loan from Financial Institutions (PKSF)	13.00	998,808,326	923,216,662
Loan from Bank	14.00	2,067,478,751	1,402,296,564
Loan from RIC General Fund	15.00	23,595,460	23,595,460
Total Non Current Liabilities		**3,089,882,537**	**2,349,108,686**
Current Liabilities			
Temporary Loan	16.00	75,097,156	62,473,659
Group Savings (Members)	17.00	1,521,473,429	1,203,389,329
Provisions and Accruals	18.00	397,571,214	315,161,370
Total Current Liabilities		**1,994,141,799**	**1,581,024,358**
Total Capital Fund and Liabilities		**6,008,569,521**	**4,555,962,144**

The annexed notes form an integral part of the financial statements.

President
RIC

Treasurer
RIC

Director
RIC

Signed as per our separated report of even date.

Dated: Dhaka
October 9, 2018

S. K. Barua & CO.
Chartered Accountants.

RESOURCE INTEGRATION CENTRE (RIC)
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended June 30, 2018

	Note	Amount (Tk.) 2017-2018	Amount (Tk.) 2016-2017
INCOME			
Project Grants	Ref: Page no: 67 to 75 and 76 to 77	436,700,777	241,854,491
Miscellaneous Taxable		204,510	183,641
Organization & Community Contribution		49,150,083	24,810,715
Overhead recovered from Different Projects		5,127,649	3,198,252
Service Charge from Micro Credit Program		1,070,535,867	826,707,472
Service Charge from different Sources		13,586,925	-
Membership fees and subscription		855,991	1,762,239
Sale of Pass book and Other materials		2,071,550	1,260,995
Membership Fees-General Committee		2,500	-
Bank Interest		3,422,897	1,220,382
Interest on Investment		9,837,679	10,840,040
Miscellaneous Non-taxable		607,732	633,189
Other Income		18,994	-
Interest on Loan		-	4,128
Reimbursement Recovery		-	806,323
A. Total Income		**1,592,123,154**	**1,113,281,867**
EXPENDITURE			
B. Programme and Project Operational and Management Cost		**986,590,166**	**815,830,409**
Orientation,Training, Meeting, Workshop, Seminer etc.	Ref: Page no: 67 to 75 and 76 to 77	5,629,901	6,658,980
Project/Program Implemented Cost		215,092,723	295,055,973
Staff Salary and Benefits		587,384,926	376,214,091
Travel, Perdiem and Accommodation		17,568,618	11,991,039
Office Rental		22,126,654	18,055,959
Communication		9,495,234	8,430,105
General Administrative and Management Cost		47,376,444	34,716,655
Audit, Registration & Legal fees		5,089,573	-
Organization Contribution		866,038	3,302,203
Interest expenses on savings		75,960,055	61,405,404
C.Cost of finance for the Micro Finance Fund		304,934,759	159,916,175
D. Depreciation		8,794,594	9,215,999
E. Bank Charges		2,814,269	2,072,900
F. Total Expenditure (B+C+D+E)		**1,303,133,788**	**987,035,483**
G. Excess / (Deficit) of Income Over Expenditure (A-F)		**288,989,366**	**126,246,384**
		1,592,123,154	**1,113,281,867**

The annexed notes form an integral part of the financial statements.

President
RIC

Treasurer
RIC

Director
RIC

Signed as per our separated report of even date.

Dated: Dhaka
October 9, 2018

S. K. Barua & Co.
Chartered Accountants.

RESOURCE INTEGRATION CENTRE (RIC)

CONSOLIDATED STATEMENT OF RECEIPTS & PAYMENTS

For the year ended June 30, 2018

Particulars	Amount (Tk.) 2017-2018	Amount (Tk.) 2016-2017
A. Opening Balance	**60,067,759**	**197,767,987**
Cash in Hand	5,019,916	3,660,861
Cash at Bank	55,047,843	194,107,126
B. RECEIPTS	**13,079,747,420**	**9,780,291,379**
Projects Grants Received	436,700,777	241,852,162
Contribution Received	33,166,448	21,681,645
Overhead received from Different projects	6,316,877	3,641,294
Membership Fees-General Committee	2,500	-
Fund received from Different Financial institutions	2,567,751,088	1,883,345,000
Fund received	30,018,224	27,489,383
Loan received from Different sources	37,149,168	10,918,000
Loan Installment Realized/Adjusted	7,662,507,740	5,767,330,956
Micro Credit Insurance Fund Realization	63,656,083	52,012,245
Interest on Investment	8,801,571	10,108,031
Interest/Installment realised on staff benefits	5,035,526	4,779,099
Group Member's Savings collection	1,148,862,887	942,163,844
Advance & Deposits Realised	38,115,929	45,736,503
Collection of Different fund/receivables	8,138,282	6,959,670
Fees, Subscription, Sale of Passbook and others	2,927,541	3,023,614
Service charge collection	1,005,839,858	727,169,894
Bank Interest	2,618,992	1,220,097
Received from FDR Encashment	21,183,528	28,274,923
Fund/reimbursement received for Different Project	-	2,076,723
Received from Panalties, loan write off	954,401	508,296
Total (A+B)	**13,139,815,179**	**9,978,059,366**
C. PAYMENTS	**12,647,568,865**	**9,917,991,607**
Property, Plant & Equipment	35,454,714	12,523,469
Loan Disbursement to Beneficiaries	9,196,580,321	7,487,830,553
Investment	-	13,800,000
Investment of Fund	78,770,091	22,161,287
Fund refund to Different financial institution	1,456,763,692	1,249,031,763
Fund/Loan refunded/adjusted (GA and Others)	392,519,811	30,668,397
Program loan Refund/Adjustment (GA & Others)	408,000	-
Group Savings Refund	292,416,742	208,716,533
Staff Loan and advances	70,000	1,448,190
Loan/Advance Payment for different programme	62,987,063	55,628,054
Service charge paid to financial institution	200,288,323	147,816,174
Service charge paid to General Accounts	13,250,000	12,100,000
General Administrative Payments	43,145,692	31,611,416
Orientation,Training, Meeting, Workshop, Seminer etc.	5,113,802	3,856,008
Project/Program Implemented Cost	179,555,794	196,865,986

RESOURCE INTEGRATION CENTRE (RIC)
CONSOLIDATED STATEMENT OF RECEIPTS & PAYMENTS
For the year ended June 30, 2018

Particulars	Amount (Tk.) 2017-2018	Amount (Tk.) 2016-2017
Payment against Provision for expenses	420,904,129	308,956,488
Bank Charges	2,807,476	2,050,020
Project Grants transfer/refunded	30,068,224	2,247,556
Loan Payment to Micro Finance Program	-	7,300,000
Staff Salary and Benefits	177,810,032	77,283,922
Travel, Perdiem and Accommodation	16,731,824	11,016,088
Office Rental	21,568,707	16,985,874
Communication	9,433,199	8,253,969
Legal, Audit and Registration Fees	4,020,660	-
Organization Contribution to Different Project	940,503	3,291,532
Payment/refunded of staff benefits	5,960,067	6,548,328
D. Closing Balance	**492,246,314**	**60,067,759**
Cash in Hand	24,239,301	5,019,916
Cash at Bank	468,007,013	55,047,843
Total (C+D)	**13,139,815,179**	**9,978,059,366**

The annexed notes form an integral part of the financial statements.

President
RIC

Treasurer
RIC

Director
RIC

Signed as per our separated report of even date.

Dated: Dhaka
October 9, 2018

S. K. Barua & Co.
Chartered Accountants.

RESOURCE INTEGRATION CENTRE (RIC)
STATEMENT OF CASH FLOW
For the year ended June 30, 2018

	PARTICULARS	Amount in Taka 2017-2018	Amount in Taka 2016-2017
A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
	Projects Grants received	436,700,777	241,852,162
	Contribution received	33,166,448	21,681,645
	Overhead recovered from Different projects	6,316,877	3,641,294
	Membership Fees-General Committee	2,500	-
	Fees, Subscription and others	2,927,541	3,023,614
	Received from Panalties, loan write off	954,401	508,296
	Service charge collection	1,005,839,858	727,169,894
	Service charge paid to Financial institution & General Accounts	(213,538,323)	(159,916,174)
	General Administrative Payments	(272,710,114)	(145,151,269)
	Projects Grants transferred/refunded	(30,068,224)	-
	Organization Contribution to different Project	(940,503)	-
	Program Implemented Cost	(605,573,725)	(515,217,570)
	Bank Charges	(2,807,476)	(2,050,020)
	Net cash used in operating activities	**360,270,037**	**175,541,872**
B.	**Cash Flow from Investing Activities:**		
	Loan Installment realized from Beneficiaries	7,726,163,823	5,819,343,201
	Bank Interest and interest on investment	11,420,563	16,107,227
	Fund from Different Donors and Financial institutions	2,597,769,312	1,910,834,383
	Received from FDR Encashment	21,183,528	28,274,923
	Property, Plant & Equipment	(35,454,714)	(12,523,469)
	Loan Disbursement to Beneficiaries	(9,196,580,321)	(7,487,830,553)
	Investment of Fund	(78,770,091)	-
	Investment	-	(35,961,287)
	Net cash used in Investing Activities	**1,045,732,100**	**238,244,425**
C.	**Cash Flow Financeing Activities:**		
	Loan received from Different sources	37,149,168	10,918,000
	Group Member's Savings collection	1,148,862,887	942,163,844
	Advance & Deposits Realised	38,115,929	45,736,503
	Collection of Different fund/receivable	8,138,282	9,036,393
	Interest/Installment realised on staff benefits	5,035,526	-
	Fund refund to Different financial institution	(1,456,763,692)	(1,249,031,763)
	Fund refunded/Adjusted to Others (with General Accounts)	(392,927,811)	(30,668,397)
	Group Savings Refund	(292,416,742)	(208,716,533)
	Staff Loan and advances	(70,000)	(1,448,190)
	Loan/Advance Payment for different programme	(62,987,063)	(55,628,054)
	Loan Payment to Micro Finance Program	-	(7,300,000)
	Payment/refunded of staff benefits	(5,960,067)	(6,548,328)
	Net Cash used in Financeing Activities:	**(973,823,582)**	**(551,486,525)**
D.	**Net increase/ decrease (A+B+C)**	**432,178,555**	**(137,700,228)**
	Add: Cash and Bank balance at the beginning of the year	**60,067,759**	**197,767,987**
	Closing Cash and Bank balance	**492,246,314**	**60,067,759**

The annexed notes form an integral part of the financial statements.

President
RIC

Treasurer
RIC

Director
RIC

Signed as per our separated report of even date.

Dated: Dhaka
October 9, 2018

S. K. Barua & Co.
Chartered Accountants.

RESOURCE INTEGRATION CENTRE (RIC)
Statement of Changes in Equity/Fund
For the year ended 30 June 2018

Particulars	Note	Fund	Statutory Reserve Fund	Other Reserve/ Fund	Total (Taka)
Balance as on 01.07.2017		564,891,450	60,937,650	-	625,829,100
Add: Surplus during the year		288,989,367	-	-	288,989,367
Add: Prior year Adjustment		9,726,718	-	-	9,726,718
Add: Transfer from Fund to Reserve Fund (Statutory Reserve Fund)		-	21,330,514	-	21,330,514
Add:Provision during the year		-	-	-	-
Add:Adjustment		-	-	-	-
Subtotal		863,607,535	82,268,164	-	945,875,699
Less: Prior year adjustment Fund Account		-	-		-
Less: Transfer to Reserve Fund from Fund		(21,330,514)	-	-	(21,330,514)
Balance as on 30.06.2018		**842,277,021**	**82,268,164**	**-**	**924,545,185**

Balance as on 01.07.2016		454,520,347	47,048,913	-	501,569,260
Add: Surplus during the year		126,246,384	-	-	126,246,384
Add: Prior year Adjustment		-	-		-
Add: Transfer from Fund to Reserve Fund (Statutory Reserve Fund)		-	13,888,737	-	13,888,737
Add:Provision during the year		-	-	-	-
Add:Adjustment		-	-	-	-
Subtotal		580,766,731	60,937,650	-	641,704,381
Less: Prior year adjustment Fund Account		(1,986,544)	-	-	(1,986,544)
Less: Transfer to Reserve Fund from Fund		(13,888,737)	-	-	(13,888,737)
Balance as on 30.06.2017		**564,891,450**	**60,937,650**	**-**	**625,829,100**

The annexed notes form an integral part of the financial statements.

President
RIC

Treasurer
RIC

Director
RIC

Signed as per our separated report of even date.

Dated: Dhaka
October 9,2018

S. K. Barua & CO.
Chartered Accountants.

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ি নং ২০, সড়ক নং ১১ (৩২ পুরাতন), ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন নং ৫৮১৫২৪২৪, ফ্যাক্স নং ৫৫০২৬৬১০
ই- মেইলঃ ricdirector@yahoo.com,
ricdirector@ric-bd.org
ওয়েবঃ www.ric-bd.org